ছন্নছাড়া

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই

ছন্নছাড়া
আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সৈয়দ গোলাম নওজব চৌধুরী (পাওয়ার)
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৪০০/-(চারশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৮৭-৭-৪

ISBN: 978-984-97987-7-4

Channachara by Azmir Rahman Khan Eusufzai, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 400/- (Four Hundred Taka Only).

ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ
শামসুর রহমান খান ইউসুফজাই
ও তার সহধর্মিণী
খালেদা এদিব লিপি ।

ভূমিকা

সত্যিই আমি একজন ছন্নছাড়া। ছন্নছাড়া না হলে আমার জীবন এমন হবে কেন। কেন বাকী ৮/১০ জনে তো আমার মতো হয় নাই। আমি পড়ালেখা করতে গিয়ে করেছি টেনেটুনে বিএ পাস। অথচ ছাত্র হিসাবে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। সেই প্রাইমারী স্কুল হতে মাস্টার, শিক্ষক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ বলতেন তোর দ্বারা কিছুই হবে না। মা বলে এভাবে চলে তোকে দিযে কি করবো। বাবা বলতেন নেই ছন্ন ছাড়া বাদাইমা জীবন হতে বেরিয়ে এসে কিছু না করতে পারিস অন্তত পক্ষে কুলির কাজটুকু তো করতে পারিস। চাকরি করতে গেলে বস বলে আপনার কাজের এতো ভুল আপনাকে দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালালে প্রতিষ্ঠান নাকি লালবাতি জ্বলে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাজার হাজার কর্মচারী বড় বড় পদে বড় বড় পাস করা অফিসার রয়েছে তাদের জন্য কিছু হয় না, হয় নাকি যত সব আমার জন্য। আসলে আমি জানি আমি করছি এতটুকু ভুল হয় নাই শুধুমাত্র ভাবার জীবনটার মধ্য থাকা যেতে যেতে সামান্য ছন্নছাড়া বা উদাসিনতা এসে বর করেছে তাই হতো ক্লান্তির স্পর্শ পেয়ে বসেছে। কি কপাল নিযে জন্ম গ্রহণ করেছি পৃথিবীর আলো বাতাস নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি। তবে কেন এমন হয় যে ডালা ধরতে না ধরতেই ভেঙে যায় যে কাপড় ধরতেই ছিড়ে যায়। বিশাল আকাশে ঘুড়ি উড়গাতে গেলে তার সুতা কেটে যায়। বাদ্যযন্ত্র বাজাত গিয়েছিলাম একদিন তাও ছিঁড়ে বাদ্যযন্ত্রটি বন্ধ হলে গালাগালি শুনলাম বলো যা বাজাতে জানে। না তা বাজাতে যাও কেন। একদা একদিন এক মস্ত বড় বাড়ি কোনো এক কাজে গিযে কলিং বেল এক দুবার চাপতে এক ভদ্র মহিলা এসে আমায় বলে আপনি পাগল না কি অন্য কিছু সাংঘাতিক বিরক্ত হযে আরে ভাই আর একবার চাপলে কতো সব কুকুর বিড়াল আপনাকে ধাওয়া করতো কুকুর বিড়াল এদিক সেদিক তাকিয়ে লে হালুয়া দু'এর পরে তিনবার কলিং বেল চাপলে না কি ওনাদের বাড়ি কুকুর বিড়াল আমাকে ধাওয়া করতো হয়তো যে ভাবে বলছেন কামড়েও দিতে পারতো। ভদ্র মহিলাই অবশেষে বলেন এখানে কি চান। আমি ভদ্র মহিলার কথার প্রেক্ষিতে ম্যাডাম আমি ভয়ে ভয়ে বলবো নাকি নির্ভয়ে বলবো। আবার রাগান্বিত স্বরে অর্থাৎ সারে গা মা রিটে গিয়ে নির্ভয়ে বলুন। আচ্ছা বলছি বলছি ম্যাডাম ম্যাডাম আপনার সাহেব বাসায় আছে। বলতে সে এলাহী কারবার্ কেন সাহেবের কথা উচ্চারণ করেছি ব্যাঞ্জন বর্ন যোগ করে বললে হতো জবাবটা এভাবে আসে না দেখুন শুনুন কেমন কি কোন এ্যাংগেল হতে আমাকে না- জাহাল করে ভদ্র মহিলা শুনুন। ভদ্র মহিলা প্রথমত বললেন আমাকে দেখে কি মনে হয আমার সাহেব আছে। পরক্ষণে চিৎকার দিয়ে আমি এখনো বিয়ে করিনি। লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। আল্লাহ এ কেমন মসিবতে পড়েছি মহিলা নাকি লেখাপড়া করছে। কোন স্কুলে কোন ক্লাসে বা কোন কলেজে লেখাপড়া করে কে জানে। এই জন্য তো ছন্নছাড়া বাদাইমা বলে সবাই। পয়েন্ট টু দ্যা নোটেট আবার অপরাধের জোরে ম্যাডাম আমাকে যদি আপনাদের ড্রইংরুমে দিয়ে এক গ্লাস পানি দিতেন তাতে তৃষ্ণা মিটতো এবং গরমটাও কেটে যেতো। যদি দয়া করতেন। ঠিক আছে আসুন বসুন। যেতে যেতে দেখালেন এখানে সেখানে যা যা ছড়ানো ছিটানো আছে এর মধ্যে কিন্তু ধরতে যাবেন না। ও ভালো কথা আপনি ভাই চোর ডাকাত টাকাত তো নন। এ কেমন আপত্তিকর কথা আমি ছন্নছাড়া বাদাইমা হতে পারি আমি চোর ডাকাত হতে যাবো কেন। না প্রথম প্রথম আপনাদের মত লোকগুলো ভদ্রবেশে আসে পরে যা কিছু আছে আমাদের মুখ টুক বেঁধে সব হাতিয়ে নেই। এ দেখছি গুদের উপর বিষ ফোরা চাইলাম সামান্য পানি তার জন্য এতো বড় অপবাধ শেষ মেষ চোর ডাকাত কতই না কথা ছন্নছাড়া বাদাইমার কপালে বুঝি এমনি জুটে। এতো বড় অপমানজনিত কথা শোনার পর নির্লজ্জভাবে ম্যাডাম আপনি নির্ভয়ে যেতে পারেন কারণ আমি চোরও নই ডাকাতও নই। ম্যাডাম ভিতরে গিয়ে পুনরায় পানি আনার আগে ড্রইংরুমের যে স্থানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখান হতে এক তিল পরিমাণ আগেও গেলাম না পিছনেও এলাম না। ম্যাডাম এসে আমার হাতে এমন অবস্থায় পানি

ভর্তি গ্লাসটি এগিয়ে দিলো যে একটু হলেই সব পানি পড়ে ছিটকে আমার শরীর ভিজে যেতো। আমি কোনোভাবে সামলে পানি পান করতে করতে খেতে আচ্ছা ম্যাডাম আপনি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। বাবা মা বাইরে বড় ভাই বিদেশ চাকর বাকর যারা আছে তারা ঘুমাচ্ছে। আরে এ আমি কার কাছে কি বলছি। (একটু থেমে) ও এখন বুঝতে পেরেছি আমার কাছের হতে সব জেনে শুনে ডাকাতির মতলব। এখন আর সহ্য করতে পারলাম না দেখুন ম্যাডাম আপনার কাছে পানি চেয়ে খেতে এসে আমি মনে হয় পাপ করেছি। আপনি শুধু বার বার চোর ডাকাত বলছেন। মেয়েটি রাগান্বিত হবে কি আমিই রাগান্বিত হয়ে ঠিক আছে আপনার বাবা এলে বলবেন রাকিব এসেছিলো। মেয়েটি রাকিব আবার নাম হলো পদবী টদবী নেই্ আছে বলবো না এতটুকু নাম বললেই চলবে। চলে যাচ্ছি যেতে উদ্ধত হয়ে রাকিব আবার ফিরে আচ্ছা ম্যাডাম আপনি বলছিলেন আপনি লেখাপড়া করেন। আপনি কোন কলেজ ভার্সিটিতে পড়ছেন। উত্তরে আরে না আমি কোনো কলেজ ভার্সিটিতে পড়ছি না। তবে আমি মাত্র ক্লাস ফাইভে পড়ি। পড়ার কথা শুনে মনে হরো হার্টফেলের অবস্থা যেন আকাশ মাথার উপর ভেঙে পড়লো। এ বলে কি মাত্র ক্লাস ফাইভ। এও আবার আমাকে শুনতে হলো আমি তাও টেনে টুনে বিএ পাস আমাকেই মানুষ ছন্নছাড়া বাদাইমা বলে। এ দেখছি আমার চেয়ে আরও বড় ছন্নছাড়া বাদাইমা। ও তাই বুঝি আপনার এখনো বিয়ে হয় নাই। (একটু নড়ে চড়ে) কিভাবে বিয়ে হবে আমি যে পনেরো বছর পাগল ছিলাম। এখনো মাঝে মধ্যে হয় তাই দেখছেন না আমি এখনো মাত্র ক্লাস ফাইভে মানে আমি পাগল হওয়ার আগে ক্লাস ফাইভে পড়তাম আজও সেখানেই আছি। এমন সময় একজন কাজের লোক এসে আপুমনি আপনি এখানে চলেন চলেন। পরক্ষণে কাজের লোক বললেন আমাকে দেখে আপনি কাকে চান। আমি এসেছিলাম আপনাদের সাহেবের কাছে। উনারা কেউ নেই আসতে রাত্রি হবে। রাকিব ও আচ্ছা বলেই বাহির হয়ে চলতে চলতে মনে মনে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপনে মাধ্যমে এই মেয়েটিকেই লেখপাড়া দেখবাল করার জন্য নোটিশ করেছে। বয়স সিমাা যে ২০/২৫ বৎসর তা কিন্তু লেখাছিলো না। শুধু বেতনের অংকটায় দেখানো হয়েছে এই জন্যই তো বলি কেন এতো অর্থের লোভ দিয়ে টুপ দিয়েছে। আজ বাড়ি গিয়ে আবার সেই একটি অপবাদ শুনতে হবে মা বাবার কাছে চাকরিটা না হওয়ার কারণে। শুনতে বা হজম কররতে যখন শিখেছি তবে আরও শিখাবো।

এভাবে আর কত দিন বাবা মার ঘাড়ে বসে খেতে হবে। চাকরি পেয়েও করেও চাকরি হারাতে হচ্ছে। ব্যবসা করেও অর্থ দণ্ড যাচ্ছে। কোন পথে গেলে এই ছন্নছাড়া বাদাইমার অপরাধ গোছানো সম্ভব। দেখি ভাগ্য কত দূর টেনে নেয়। সূর্য মেঘের আড়ালে যখন ঢাকা পড়ে আবার সরে গিয়ে উদিত হয় হয়তো তেমন কিছু আমার জীবনেও অলৌকিক প্রাপ্তিতা থাকতে পারে। দেখা যাক কি দিযে কি হয়। আসলে আমার জীবনে ভালো কিছু যে হবার নয় তা আমি বুঝে গেছি। তবুও চেষ্টা করে দেখি অনন্ত পক্ষে ছন্নছাড়া বাদাইমা উপাধী গুছিয়ে ফেলে দেওয়া যায় কি না। আরে এই মুহূর্তে যা ভাবছিলাম মেয়েটা এতটাই দেখে মনে হয় সুস্থ স্বাভাবিক যদিও বলকি মনে হয় ৪০ বৎসরের বেশী বয়স অথচ জানলাম ২০/২২ বৎসর আবার নাকি মাঝে মধ্যে পাগল হয়। এর অভিভাবকের কতই না কষ্ট। এরা পৃথিবী হতে চলে গেলে এই মেয়ের কি অবস্থা হবে ভাবতে ভাবতে অনেকটা দূর এসে গেলাম। নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে দেখি ঐ সামনে একটি বটগাছ চার পাশে ঘোরানো দেয়াল তুলে বেঞ্চমত বসার ব্যবস্থা রয়েছে। বটগাছের পাশেই সারি সারি আমগাছ, লিচু গাছ, সফেদা, আমড়া, তেঁতুল, বেল, আরও নানা জাতের ফলজী গাছ রয়েছে। অনেক গাছে সিজেনাল ফল ধরে আছে গাছের নিজ দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো জুই চামেলি, বেলি, গন্ধরাজ আরও কত কি। আসলে শান্তির যেন ছোঁয়া এখানেই আছে। বটের ছায়া তলে প্রভাবিত হয়ে চলতে প্রকৃতির

আবহামানের বয়ে যাওয়া প্রশান্তির বাতাস চলতেই মনে হয ঘুম চোখের মাঝে চলে আসে। আশেপাশে আরও এমনভাবে ইটের গাঁথুনি করা বসার বেঞ্চ। আসলে এই জায়গাকে বিশ্রামাগার হিসাবে সরকার তৈরি করে দিয়েছে। অনেক রিকসা চালক পথচারী ক্লান্তির অবসায়নে এখানে এসে অবসর গ্রহণ করে ক্লান্তি দূর করে আবার যার যার কাজে চলে যায়। আচ্ছা এখানে বসে এসব কথা একজন ছন্নছাড়া বাদাইমার ভাববার কথা নয়। তবুও রক্তের মাংসে মানুষ ভাবনা এমনে এমনে মনের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে। আর অপেক্ষা বিশ্রাম না নিযে আবার পথ হাঁটতে থাকলাম। অবশ্য যদি বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত পকেটেই পয়সা থাকতো হয়তো বা রিকসা বা বাসে চেপে যাওয়া যেতো তাই হিসাব করেই পথ চলতে হয়। তাছাড়া বয়সটা ৫০/৬০ এ গিয়ে পৌঁছায়নি যাতে করে হেঁটে চলতে কষ্ট হবে। পায়ে চলা অনেক ভালো। এমনি করে কিছু দূর আসতেই গলির মুখে একটা সাডইনবোর্ডে লেখা চাকরি আবশ্যক ভালো বেতন সহ পোশাক পরিচ্ছদ বছরে দুই বার দেওয়া হবে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ফ্রি। লেখা পড়ে বা লেখা কিছু যখন সুযোগ সুবিধা রয়েছে তবে তো চাকরি ভালোই হবে। বিল্ডিং এর নিচে সাজানো পরিপাটি করে গোছানো একটি হোটেল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই দেখা গেলো। ভাবলাম হয়তো চাকরির আবশ্যকের সাথে বোধ হয় হোটেলের সহিত সম্পৃক্ত নয়। যাই দেখে ভাগ্য বিধাতা কপালে কি রেখেছেন আমি যা ভাবছি তা নাও হতে পারে ভালো কিছুতো অনেক সময় হয়ে যায়। ঠিকানা মতে দু'তলাতে উঠে গিয়ে রুম নাম্বার খুঁজে দরজার নিকটে আসতেই একজন আগন্তক বেরিয়ে এসে কাকে চাই্ বলে আমার মাথা হতে নিচ পর্যন্ত তাকিয়ে একটু ভেবে একটু হেসে কি যেন কি মনে করে ও চাকরির জন্য এসেছেন এই বলে শেষ না করে পরক্ষণে আপনার চাকরি এখানে হবে না কারণ কিছু মনে করবেন না আপনি এই চাকরির উপযোক্ত প্রার্থী নয় বলে আগন্তক লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। আমিও নাছোরবান্দা আমি হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। দেখি ভিতরে গিয়ে কি করের চাকরি পেতে হয় যে কৌশল আমার জানা কারণ ইতোমধ্যে প্রায় ১৫/২০টা চাকরি করেছি আবার ছেড়েও দিয়েছি। আমি টেনে টুনে বিএ পাস ইংরেজি বাংলা ও ভালো বুঝি। তাই কি করে আমার চাকরি হয় না দেখে নেবো। কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে দেখি একটি লুঙ্গি পরিহীত লোক চেয়ারে পা তুলে বসে বসে পেপার পড়ছে খুবই নিরবিচ্ছিন্ন মনোনিবেশ হয়ে। আমি ভেতরের প্রবেশ অবস্থা বলাম আসতে পারি। লোকটা পা নামিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসে মুখের সামনের হতে পত্রিকা সরিয়ে আমাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন দেখছি আপনি তো না বলেই এসে পড়েছেন, এখন আর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি। বসুন বলে আমি লোকটার কথা মত চেয়ার টেনে বসতে কি চান। প্রথমত লোকটাকে স্যার বলো না অন্য কোনো কিছু দিয়ে সম্বোধন করবো কি কথা বলা যায় মনে পড়েছে জনাব বলি যেহেতু লোকটা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশী। লোকটা পুনরায় আমার সময় কম তাই যটপট বলে পেলো কি কারণে এখানে আসা জনাব আপনাদের হোটেলের বাইরে বড় করে লেখা আছে চাকরি আবশ্যক তাই দেখে ছুটে এলাম। আমার চাকরিটার বড় প্রয়োজন। লোকটা দাঁত কেলিয়ে হাসতে হাসতে ও তাই আরে মিয়া আগে তো বলবেন। আপনি যদি কালের খবর আজকে নেন তাহলে তো হবে না। লোকতো নেওয়া হয়ে গেছে। রাকিব লাফিয়ে চেযারের উপর উঠে খুবতো দাঁত মিলিয়ে হাসতে হাসতে বলছেন লোকতো নেওয়া হয়ে গেছে তবে কেন সুনামের জন্য এখনো বোর্ডটা টানিয়ে রেখেছেন কেন। লোকটা আমার ইচ্ছে। এখন আর আপনি না আপনি হতে তুইতে নেমে তোর কথায় কি দেশটা চরে। চাকরি আবশ্যক ঝুলিয়ে রেখেছিস আমাকে চাকরি দিতে হবে। টেবিল চাপিয়ে চাপিয়ে কথা বলতে শব্দ শোনে অন্য কক্ষ হতে হুলস্থুলির মাঝে অনেক জনৈক ব্যক্তি কি হয়েছে কি হয়েছে ভাই। দেখুন না চাকরির আবশ্যক ঝুলিয়ে রেখেছে .... মাঝ পথে অথচ বলে চাকরি হয়ে গেছে তাও আবার

দাঁত কেলিয়ে জানেন ভাই আমি টেনে টুনে বিয়ে পাস ইংরেজি বাংলা ভালো বুঝি অথচ চাকরি হয় না তাই আমাকে ছন্ন ছাড়া বাদাইমা বলে ডাকে। কেন হয় না জানেন এদের জন্য যেখানে যাই নো ভ্যাকেন্সি। জনৈক লোকটি ভাই দুঃখিত এখানে চাকরির জন্য আবশ্যক দেওয়া হয়েছে তাহলো বয়, বিয়ারার, সুপারভাইজার আপনিতো টেনে টুনে বিএ পাস তাই পোস্ট থাকলেও আপনি করতেন না। কেন সুপারভাইজার পোস্টে করতে পারতাম। জনৈক তাও পারতেন না এখানে সুপারভাইজার শুধু সুপারভাইজারি করলে হবে না মাঝে মধ্যে বয বিয়ারার না ও থাকলে তাদের অনুপস্থিতিতে আপনাকেও ওসব কাজ করতে হতো। তাছাড়া ভাই আপনার কথা আমি না হয় মেনে নিলাম। এখানে আসার যে ব্যয় তার ক্ষতি পূরণ আমাকে দেবে দাবী করে বসলো রাকিব পকেট হাত দিয়ে দেখলো একটি পয়সাও নেই এই সুযোগে কয়েকটি টাকা আদায় করে নিই তারপর যখন আমার টাকা পয়সা হবে তখন মনে রেখে কোনো একদিন ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আপাতত কিছু টাকার দরকার। হোটেল মালিকের ঝুলানো বোর্ডে আর একটি বিষয় উল্লেখ নেই তাহলো সাক্ষাতের তারিখ তার অর্থ সব সময় প্রতিদিন আজীবনের জন্য আবশ্যক এই সুযোগটায় রাকিব গ্রহণ করেছে রাকিব আবার বলছে আমি কেন টাকার ক্ষতি পূরণ চাইছি তার কারণ। জনৈক লোকটি কি কারণ চাকরি আবশ্যকটা হয়েছে আজীবন এখানে এলেই চাকরি পেয়ে যাবেন জনৈক তাই দেখুন এখানেও ছোট করে লেখা ঐ দেখুন দেয়ালেও রয়েছে। জনৈক লোকটা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা কাগজ দেখে রাকিবের কথায় সায় দিয়ে তাইতো। অবশেষে রাকিবকে হোটেল মালিক ৫০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করে দেয়। মালিক কানে ধরে বলে কি বিপদেই না পড়েছিলাম। জনৈককে ডেকে চলুন আগে বিপদ মুক্ত করি তা না হলে আবার কে কখন এসে হানা দেয়। রাকিব হাসতে হাসতে হোটেল হতে বাহিরের এসে ৫০০ টাকা, দুই দিন আর বাবা মার কাছে হাত পেতে পয়সা কড়ি নিতে হবে না। ঠিক সে সময় একটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে রাকিবের শরীরের সাথে ধাক্কা লেগে যায়। কিছু কথা হলো না। এদিক কোন ভ্রুক্ষেপ না করে হন হন করে চলে যায়। মনে মনে আবার সাংঘাতিক রকম খারাপ একটা প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে হোটেল মালিক হতে ছিনতাইয়ের মত ৫০০টাকা নিয়ে আসা হয়েছে আসলে লোক নেহাত ভদ্র লোক বলে পরক্ষণে ইস কেন যে এতো বড় একটা অন্যায় জনক কাজ করলাম। না এই পাঁচশত টাকা কোনো ক্রমেই খরচ করা যাবেনা। যে কোনো সৎ কাজে বয় করবো যাচ্ছে লোকটার উপকারের আসে। এসব চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথে একটি ছোট খাটো লেকের মত বিভিন্ন গাছ গাছালি বিভিন্ন জাতের ফুল দিয়ে সুন্দর একটা মনমুগ্ধ কর পরিবেশ পার্কটি অবস্থিত। বিকাল হলে ছোট বড় সকলে হাঁটতে হাঁটতে বাহির হয় বেড়ানোর জন্য। আমাদের এলাকা জুড়ে শান্তির ছোঁয়া। এই এলাকাতে কোনো প্রকার আপত্তিকর কার্যক্রম হয় না। একে অন্যের সাথে সাংঘাতিক রূপে সম্পর্ক সে মুসলমান হোক আর হিন্দু হোক বা অন্য কোনো জাতের হোক এজন্য দশ এলাকার লোক জন শান্তিপুর নামে আদর্শ এলাকা হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকে। এখানে মারামারি হানাহানি কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা হিংসা বিবাদ কোনো ধরনের বৈষম্য লক্ষ করা যায় না একজনের বিপদে আরেকজন পাশে দাঁড়ায়। এই যে এই এলাকায় যদিও টেনে টুনে বিএ পাস ইংরেজি বাংলা ভালো বলতে পারি তবুও মানুষ জন ছোট বড় আমাকে ছন্নছাড়া বাদাইমা বলে সম্বোধন করে এতে আমি কোনো কিছু মনে করি না হেসে উড়িয়ে দেয়। কারণ এ এলাকাতে একতার প্রভাব প্রকট। যাই হোক যখন আমি পার্কের ভিতর প্রবেশ করি তখন আমার সামনে দিয়ে বাদামওয়ালা যাচ্ছিলো আমি তাকে ডেকে ১০০ গ্রামের একটি প্যাকেট বাদাম কিনে নিয়ে পয়সা মিটিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলাম খোলা আকাশের নিচে একটি লম্বা ধরনের বেঞ্চ হাতোলসহ হেলনার মত আছে এখনো। অবশ্য একটু দূরে দুটি

সুপারী ও একটি নারিকেল গাছ রয়েছে যা এই স্থানটিকে মাঝে মধ্যে রৌদের তাপ হতে তাপদাহ কমাইতে সাহায্য করে যাকে আজ আবার তেমন সুযের তাপ নেই কারণ সূর্যে ক্লান্তি এসে যাবে খানিকক্ষণ পরে সন্ধ্যার লাল আভার মধ্যে পর দিবসের জন্য লুকিয়ে নিদ্রার কুলে ঘুমিয়ে পড়বে। আমি বেঞ্চের উপর বাদামের প্যাকেট বা ঠোঙ্গা রেখে এক দুটি করে বাদাম চিবাতে চিবাতে দেখি এদিকে অন্যে এলাকার একটি মেয়ে সহ একটি ছেলে আসছে। যতই কাছে আসছে ততই আমার চেনা জানা শোনা পরিচিত মনে হচ্ছে। তবুও আমি বাদাম চিবুতে থাকলাম এইভাবে যখন একেবারে কাছে এলো তখন আমি চিনতে পারলাম আমার সেই প্রেমিকা। অন্যের হাত ধরে ঢলাঢলি করতে করতে আসছে্ আমার সাথে লিজার রিলেশনশিপ বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই তার কারণ আমার তেমন টাকা পয়সা ছিলো না আমার ছিলো না বলে যে আমার পরিবারে অন্য কারো ছিলো না তা নয় তবে সময় সময় কোনো প্রকার ওর আবদার চাহিদা পূরণ করতে পারি নাই বলে যা তা বলে বকা ঝকার আমার আত্ম সম্মানে এসে আঘাত করতো। মাঝে মধ্যে বন্ধু বান্ধবী নিযে আঘাত করতো। মাঝে মধ্যে বন্ধু বান্ধবী নিয়ে এমন সব লজ্জা জনক কথা বলতো যে আত্ম হত্যা কররতে ইচ্ছা হতো। পরক্ষণে মনে করি আত্মহত্যা মহা পাপ তাই ঐ পথে পা দেই নাই। তবে একে বারে বেকার ছিলাম তা নয়। ইতোমধ্যে আমার চাকরি পেয়েছিলাম আবার চাকরি আমাকে ছেড়ে চলেও গিয়েছে বিদায় করেও দিয়েছে কোনো কোনো কোম্পানি অফিস হতে। উল্লেখ্য লিজার আমার সামনে এসে আরে রাকিব তুমি একা। (একটু থেমো) তুমি এখনো একা কোনে সঙ্গী সাথী বুঝি জোটে নাই জুটবেই বা কি করে কেউ তো আর জেনে শুনে ছন্নছাড়া বাদাইমার পাশে কোনো মেয়ে এসে পাশে বসতে পারে না। যাইহোক রাকিব তোমার সাথে আমার হাজব্যান্ড এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই ও হলো জামান। রাকিব মনে মনে বলে উঠলো ও জামান তো নয় আস্তা একটা কামান। লিজা ৪২০ নম্বর টাউটের সাথে সংসার বেঁধেছে একদিন বুঝবে আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পরিণতি কি ভয়াবহ হয় তা তুমি বুঝবে। রাকিব ভালো মন্দ কোনো প্রকার মন্তব্র করলো না মনে হলো লিজার কথা শুনেও শুনলো না। ফলে লিজা রাকিব কোনো কথায় যে বললো না। আমার হাজবেন্ডকে তোমার পছন্দ হয় নাই। ৪০/৫০ হাজার টাকা মাইনের চাকরি করে উপরন্ত উপরি আছে বেশ। আর তুমি ৮/৯ হাজার টাকার মাইনের চাকরি করতে। ঐ ৮/৯ হাজার টাকার মাইনে দিয়ে তুমি চলতে কি করে আর বিয়ে করে বউকেই বা খাওয়াতে কি করে। দিন আনতে পান্তা যোগার করার দশা। এযে দেখছে ওই আমার পরনে দামী শাড়ি গহনা ওই যে দেখছ দূরে নতুন মডেলের একখানা গাড়ি। শোন তোমার সাথে প্রেম করে না বাড়িয়ে ভালই করেছি। আরে তোমার সাথে বিয়ে হলে আমার হেঁসেল ঠেলতে ঠেলতে চোখ অন্ধ হয়ে যেতো আর এক সময় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তাতে নামা ছাড়া গতি থাকতো না। রাকিবকে যে এতো অপমান করে গেলো লিজা একটা টুশব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করলো না। লিজা যখন দেখলো রাকিব কিছু বলছে না তখন হাজবেন্ডকে বলে চলো এই বেহায়ার সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই। তবুও সৌজন্য রক্ষাতে রাকিব এই যে জামান সাহেব দোয়া করি লিজাকে নিয়ে ভালো থাকবেন। উত্তরে হেসে আপনি লিজার কথায় কিছুই মনে করবেন না। জামান আর লিজা চলে গেলে ওর কথায় আবার কিছু মনে করবো না। বাছা ধন তুমি যে কার পালায় পড়েছো তা তুমি কয়েকদিনের মধ্যে হারে হারে টের পাবে। ওযে আমার কত বড় আঘাত করেছে জানালো না তার আপনাদের তো জানার দরকার রয়েছে। একদিন সকালবেলায় হঠাৎ আমার বাড়ি এসে লিজা বলছে ঘোমটা দিয়ে তুমি যদি এ মুহূর্তে আমাকে গ্রহণ না করও তবে আমাকে অন্যত্র বিয়ে দেবে আর যদি ন করো তবে আত্মহত্যা ব্যতিত অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আমি লিজার কথায় বিশ্বাস করলাম যাচাই বাচাই না করে মনে মনে ভাবলাম হয়তো ওর কথায় সত্যি হতে পারে। তখন আমার কোনো চাকরি

নেই চাকরি চলে গেছে আবার কোনো রোজগারের পথ নেই। তাই যদি এখন বিয়ে করি বাবা মাতো জায়গা দেবো না তবে কোথায় থাকবো। কি খাওয়া দাওয়া হবে তারই বা অর্থ কোথা হতে আসবে এমনতে বাবা আমাকে কষ্ট করে পড়ালেখার টাকা যোগান দিয়েছে বা করছেন কারণ ছোট বেলায় আমার মা মারা যাওয়ার পর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন আমার দ্বিতযি মা প্রথম প্রথম ভালো থাকলেও পরবর্তীতে খুব একটা ভালো ছিলো না। তবে প্রথম প্রথম আমার দ্বিতীয় মায়ের ঘরে কোনো সন্তান না আসা অবধি বেশ আদর যত্ন করছিলো কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় মার ঘরে ভাই বোন হওয়ার পর আমার প্রতিকোনো টান নেই আস্তে আস্তে কমে আসে এমন কি এই মা আমাকে এক দুইদিন না খাওয়ায়ে রাখতেন তখন মাঝে মধ্যে বাবা না খেয়ে আমার জন্য খাবার তুলে রেখে আমাকে গোপনে দিতেন। আবার কোনো কোনো বন্ধু বা চাচাতো ভাইবোনের ওখানে গিয়ে খেতাম দ্বিতীয় মার দ্বারা অবহেলা ছিলো বেশ। এমতাবস্থায় যদি বিয়ে করি তা আমার বাবার জন্য আত্মঘাতির সামিল হবে তাই নানাবিধি চিন্তা ভাবনা করে লিজাকে বলেছিলাম। লিজা তুমি তো আমার অবস্থা জানো না আমি এমনে টেনেটুনে বিএ পাস করেছি সকলেই ছন্নছাড়া বাদাইমা বলে ডাকে তবে অবশ্য সামনে আমার চাকরি হওয়ার কথা আছে এখন না হয় আমাদের (কথা শেষ না করেই) তুমি এক কাজ কর বাবা আমাকে চুপ করে এমএ পরীক্ষা দেওয়ার ফ্রি'র জন্য কয়েকটি টাকা দিয়েছে। তুমি আপাতত এই টাকা নিয়ে তোমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে এক/দুইদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক তারপরে কাউকে তুমি পটিয়ে বলবে তুমি এ বিয়েতে রাজি নও। আসলে সেদিন আমি বুঝি নি সেদিন যে লিজার ছিলো সম্পূর্ণ অভিনয় ছিলো কৃত্রিম বাহানা আসলে টাকার প্রয়োজনের জন্যই বলেছিলো। আমিও কি বোকামী করে ওর ফাদে পা দিয়েছিলা। পূর্বেও নানাভাবে এটা সেটা বলে টাকা পয়সা আমার হতে আদায় করে নিতো। যাই হোক লিজার শয়তানীর হাসি হেসে আমার টাকাগুলো নিয়ে চম্পট দিয়েছিলো এবং আমার পরে এমএ পরীক্ষা দেওয়া হলো না। পরে জানতে পারলাম ওকে দিয়ে যে ছেলেটার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিলো সেই ছেলেটিকে বিয়ে করেছে। যার নাম জামান।

পরবর্তীতে এই লিজার আমার হয় প্রতিপক্ষ। মাস ছয়েক পর আমার চাকরি হলো খুবই ভালো চলছিলো আমার এবং আমার পরিবারের বাবাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে ছিলাম আর দ্বিতীয় মাও খুশি কারণ আমি বেতন পেয়ে চারটা ভাগ করতাম এক ভাগ মাকে এক ভাগ বাবাকে এক ভাগ ভাইবোনদের এক ভাগ আমার জন্য। এর মধ্যে আমার বিয়ের প্রস্তাব এলো দ্বিতীয় মার পরিবারের তরফ হতে মার বোনের ঘরে মেয়েকে দিয়ে। আমিও রাজী হলাম মেয়েকে দেখে আমার ভালোই লেগেছে। কিন্তু বাধ সাদলো লিজা। আমার দ্বিতীয় মার বাবার বাড়ি ছিলো লিজাদের বাড়ির কাছে। এবং প্রস্তাবকৃত মেয়ের চলাফেরা ছিলো প্রায় প্রায় লিজাদের বাড়ি। এই মেয়েটিকে উল্টাপাল্টা বলে মেয়েটির সাথে আমার বিয়ে ভেঙে দেয়। ফলে আমার প্রস্তুতি নেয়া সব আয়োজন ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যায় এবং আমার দ্বিতীয় মাও আমাকে নানাভাবে অপমান অপবাদ দিতে থাকে। শুধু মাত্র বাবা আমার পক্ষে ছিলো একদিন বাবাকে জড়িয়ে অনেক সময় ধর কেদেছি এবং সব কথায় বলেছিলাম। এই আঘাতের পর বেশ কিছুদিন অফিসে যেতে পারি নাই বলে মালিক না জেনে না শুনে আমাকে ছাটাই করে দেন। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি কিন্তু বাবা আমাকে ভাঙতে দেন নাই বিধায় এখনও পথ চলছি। এখানে না বললেই নয় আমার দ্বিতযি মায়ের ঘরে যে সব ভাইবোন আছে তারা আমার প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল এবং সময় সময় আমার পাশে এসে দাঁড়াতো। আমি আবার একটি চাকরি পেয়েছিলাম কিন্তু যে লাউ সেই কদু। প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছু দিন চলার পর মালিক অন্য মালিকের নিকট হস্তান্তর করায় তাদের নিজের লোক নিয়ে আমাদের সবাইকে ছাটাই করে দেন। আসলে ভাগ্য ছন্নছাড়া

বাদাইমার কপালে যা কিছু হবার হযেই চরতে থাকলাম। এখন মনে পড়ে একদা একদিন আমার বাবাকে ডেকে আমাদের হাই স্কুলের নাম করা শিক্ষক জিয়ারত আলী স্যার যার হুংকারে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে পানি খেতো আমরা তো নকশী ছিলাম ছাত্ররা। স্যার সব সময় হাতে জোড়া বেত স্কুলের সামনে বারান্দা দিয়ে পায়চারী এবং ছাত্রদের চলাফেরা করতেন। ছাত্ররা কে কি করছে উনার চোখ কিছুই এড়তো না। দেখতে যেমন একজন নিষ্ঠুর আকৃতির মানুষ ছিলেন অন্য দিকে ভিতরে বিশাল নরম মানবতা সংবেদনশীল ও সহমর্মিতা ছিলো অন্য রকম। বাবাকে জিয়ারত স্যার বলেছিলেন মা মরা ছেলে যদি তোমার স্ত্রী ছেলেটির প্রতি একটু আকটু ভালো নজর দিতো হয়তো ভালো রেজাল্ট করতো। সব সময় দেখি ছেলেটি উদাসিন হয়ে বসে থাকে এই বয়সের ছেলেপেলেদের এমনই অবস্থা উদ্ভব হরে তবে পরবর্তীতে ছেলেটিকে মানুষ করতে ব্যর্থ হবে এবং ছন্নছাড়া বাদাইমা পর্যায়ে যাবে। তাই তুমিও দেখ নিযাজ খান আমার যতদূর চেষ্টা করার স্কুল হতে করবো। বাবা চুপ চাপ শুনে বলেছিলেন আপনি যা বলেন। জিয়ারত স্যার চলে যেতে যেতে ও হা তুমি ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও আমি ওর সাথে কথা বলে নেবো্ ওর বাপরে বাপ বাবার মুখে আমার দেখা করার কথা শুনে হাত পা শীতল হিম হয়ে আসতে শুরু হয়েছেন। ঘন ঘন ওটা হচ্ছিলো জিয়ারত স্যার বলে কথা। জিয়ারত স্যার মানে যমদুত। সারারাত আর ঘুম হলো না ছটফট করতে থাকি একবার ঘড়ির দিকে তাকাই আবার ঘরের ভিতরে হাঁটতে থাকি এভাবেই রাত কেটে গেলো। এবার স্কুলের সময় হলো। পোশাক পরিচ্ছদ পরে খেয়ে দেয়ে স্কুলের অভিমুখে রওনা হলাম স্কুলের গেট দিয়ে ভিতরের প্রবেশের মুখে আমার বন্ধু হামিদের সাথে সাক্ষাৎ ও আর আমি একই ক্লাসে মানে উভয়ই তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ওকে সব কথা খুলে বললাম। ও আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো স্যার হয়তো ডেকেছে তোর ভালোর জন্যই হবে হতো। যা কি আর হবে লাঠির ভয় না হয জানালা দিয়ে ফেলে দেবেন এর আর এর বেশী কিছু না। ওরা দুজনেই ক্লাস রুমে চলে এসে যার যার টেবিলে অবস্থান করছে্ একেক পিরিয়ডে পিরিয়ডে স্যার এসে যে যে বিষযে ক্লাস নেবেন নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু রাকিব হেড স্যার এর সাথে সাক্ষাতের চিন্তাতে স্যারদের পড়ার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই স্যার লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন রাকিব শুনে যাচ্ছে। এগারোটা হতে বারোটা স্যার বিদায় নেবে এসময় টংটং করে ১২টার ঘণ্টা বেজে যেতেই রাকিবের বুক শ্বাস প্রশ্বাসে আপডাউন হতে শুরু করে দিয়েছে। পাশে বসা হামিদ যা রাকিব স্যার যখন ডেকেছে যা। না গেলে হয়তো তোর প্রতি অন্য রকম বিচার হতে পারে।

স্যার যদি একবার রেগে যায় তাহলে তোর আমার বাপকে পেটাতে দিধাবোধ করবেন না। আমার বা তোর বাবা শুনেছি জিয়ারত স্যারের ছাত্র। যাই হোক ভয়ে ভয়ে রাকিব স্যারের কক্ষে প্রবেশ করার আগে ছালাম দিয়ে অনুমতি নিলেন। স্যার অন্যান্য স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলা শেষ করে আমাকে ডেকে কাছে নিয়ে এখানে আয় বলে কিরে তাকিয়ে রাকিব কাঁপছিস কেন? আজ আর ভয় নেই নির্ভয়ে থাকতে পারিস। শোন আমি জানি তোর পারিবারিক বিষয় এ নিয়ে তোর বাবার সাথেও কথা হয়েছে তোর কষ্ট আর নানাবিধ সমস্যা এতো মাথায় নেওয়ার দরকার নেই। আমি তোকে যেজন্য আসতে বলেছি তাহলো আর মাত্র দুই আড়াই মাস আছে এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পাশাপাশি ক্লাস উত্তীর্ণের ফাইনাল পরীক্ষা হবে। আমি কয়েকজন তোদের ক্লাসের ছাত্রদের কোচিং করাবো তাদের সাথে তুইও কোচিং করবি দেখা যাক ঘেষে মেজে তোকে কিছু করা যায় কি না। জি আচ্ছা স্যারকে রাকিব পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলে হামিদকে সব খুলে বলে হামিদ উত্তরে তোকে বলেছি নাম এমন কিছু স্যার বলবেন না তোর কোনো অসুবিধা হয়। থাক আমি আছি তুইও থাকবি ভালোই হলো। তা সময়ে জিয়ারত স্যারের হাতে যে

সব ছাত্র লেখাপড়া করেছে তার সকলেই আজ তারা মানুষ না হয়ে যায়নি। সে বার আমিও বৃত্তি পেয়েছিলাম এবং উনার সুবাদে টেনে টুনে বিএ পাস বাংলা ইংরেজিতে ভালো ছন্ন ছাড়া বাদাইমা। ঐ যে পূর্বেই বলেছিলাম লিজা আমার জীবনে কালসাপ ওর জন্য এমএ পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। এই কথা আদৌ বাবাকেও বলতে পারি নাই আর যাই হোক বাবাকে কখনও মিথ্যে কথা বলি না আজও বলি নাই কালকেও বলবো না। কারণ বাবা আমার জীবনে এখন একজন প্রকৃত মানুষ নিজে কষ্ট করে না খেয়ে না দেয়ে আমাকে পথ দেখানোর সবদায় চেষ্টা করেছেন এর জন্য অবশ্য আমার দ্বিতীয় মার অনেক অশ্রদ্ধামূলক আচরন সহ্য করতে হয়েছে বাবার।

এখনো বা কম কি। দেখা যাক আরে এই পার্কে বসে এতো কি ভাবছি প্রায় সন্ধ্যা না হয়ে এলো। রাকিব উঠে যে উদ্ধত ডান পা দিতেই হঠাৎ চেয়ে দেখে কয়েকজন ছেলে মিলে কি যেন কি হট্টগোল করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম তিনজন ছেলের সাথে একজন মেয়ে ও একটি ছেলের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হচ্ছে আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি এবং বুঝতে পারিনি যে ছেলে মেয়ে দুজনে মিলে অনৈতিক কার্য কলাপে লিপ্ত হয়েছে এবং মাঝে মধ্যে মেয়েটির আপত্তিকর ভাবে ছেলেটা স্পর্শের মাধ্যমে আনন্দ ঘন মুহূর্ত পালন করছে। তাই ছেলের তিনজন এদেরকে এসে সেই ধরনের ইঙ্গিতমূলক কথার মধ্যে দিয়ে বুঝাচ্ছে। তাছাড়া এই পার্কে কোনো অশালীন আচরণ করা যাবে না কড়া নিষেধ প্রতিটি গেটের সাইনবোর্ডের মাধ্যমে লেখা রয়েছে। রাকিব ওদের কাছাকাছি গিয়ে সবাইকে শান্ত করে এই যে মিষ্টার মিসেস মেয়েটি মিসেস কথা শুনে মেয়েটি উত্তর দিলো এখনো আমাদের বিয়ে হয়নি তাই মিসেস কথা বাদ দিয়ে মিস কথাটি ব্যবহার করুন। তা না হয তাই বলে সম্বোধন করলাম মিস। পাশের তিনজন রাকিবের কথায় হেসে। ওদের মধ্যে একজন দেখুন রাকিব ভাই এরা কত খারাপ বিয়ে হয় নাই তাই এই দৃশ্য। আর বিয়ে হলে না জানি বাড়িতে না থেকে এখানে বাড়ি বানিয়ে ফেলবে। জনৈক মিস্টার ছেলে তিনজনেরই একজন বিয়ে না করে পার্কে আসেন কেন? বিয়ে হয় নাই তাতে কি একদিন বিয়ে হবে্ আমরা প্রেম করি বা যা ইচ্ছে তাই করি তা আপনাদের কি। এতক্ষণে তিনজনের মধ্যে একজন রেগে মারতে উদ্ধত হয়ে ততক্ষণে রাকিব থামিয়ে এই যে মেয়ে এই ছেলের সাথে আপনার কত দিনের পরিচয় কেমন করের সম্পর্ক, কতদিন হয় চলাফেরা মেয়েটি বলবে কি বলবে না। মাস খানেক মোবাইলের মাধ্যমে আজি দেখা সাক্ষাত। এর মধ্যে এতো দূর এগিয়ে গেছেন। আপনি কি করেন। আমি একটা সরকারি অফিসে চাকরি করছি। আপনি একটা সরকারি অফিসে চাকরি করেন অথচ এ নির্ভুত যে কোন প্রকার যাচাই বাচাই না করে প্রেমে পড়ে এতো দুর এগিয়ে গেলেন। এতো অল্প সময়ে প্রেম পড়ে কি করে। আপনার বিয়ে হয় নাই তাতেই এতো তাড়াতাড়ি আপনার শরীর নষ্ট করার মনোভাব। কেনরে ভাই আপনারা নিজেকে এতা সহজলব্ধ ভাবেন। কেন এতো সহজে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ইচ্ছে। আপনারা কি। হয়তো মনে করতে পারেন আপনার বয়স অনেকটা বেশী বা যে কারণে বিয়ে হচ্ছে না তার জন্য কি এই পথ (রাকিব ছেলেটিকে ডেকে তোমার নাম কাশেম তুমি দীঘুলিয়া শেখ বাড়ির ছেলে তাই না। তোমার না আগে একটি স্ত্রী আছে। তুমি আবার এই মেয়েকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা হচ্ছে। আমি যতদূর জানি তোমার একটি মেয়েও আছে বয়স ৫/৬ হবে। ছি লজ্জা হলো এই মেয়েটিকে মোবাইলের মাধ্যমে চিটারী করে পটিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে কিছু দিন বিয়ের কথা বলের সব শেষ করে মেয়েটি ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা তাই না। কাশেম রাকিবের পায়ে ধরের ভাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আমি আর জীবনে এমন পাপ কাজে লিপ্ত হবো না তাছাড়া ভাই আমার পরিবারের কেউ যেন জানতে না পারে ভাই। রাকিব মেয়েকে দেখেছো বোন তুমি কত নোংরা লোকের খপ্পরে পড়ে ছিলে। মেয়েটি কাশেমের কানে ধরে টেনে উঠিয়ে জোরে

সুরে একটা চর কষে দিয়ে বদমাশ শয়তান তুই আমার ভালো মানুষের সুযোগ নিয়ে আমাকে ক্ষত করতে চেয়েছিলো। জানে জানে ভাইন ও আমাকে মোবাইলের ভিডিও কলে কত কি বলেছে কত কি দেখাতে বলেছেন আমি অবশ্য তখন তা করি নেই এখন বুঝতে পারছি। আল্লাহ তুমি বড় সহায়ক আমাকে তুমি ইজ্জতনষ্টের হাত হতে রক্ষা করলে এই বড় ভাইয়ের সহযোগিতায়। ভাইয়া আপনি আমার ধর্মের ভাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এই ভুল পথে চলার অপরাদে অপবাদের হাত হতে বাঁচাবে। আজ হতে শুধু আমি নয় সকল বোনদের বলবো আপনারা যাচাই বাচাই না করে কোন ছেলের সাথে সম্পর্কের হাত মিলাবেন না জেনে শুনে তাদের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়াবেন না। আমার মত সুযোগ দিলে ইজ্জত মান সম্ভ্রম সব হারাতে হবে। কাশেমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছেলে তিনজন টানতে টানতে পার্কের বাহিরে নিয়ে এসে উত্তম মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিলো। দেখুন প্রেম করা দোষের নয় তবে বাবা মা ভাইবোনে অগোচরে নয়। প্রথম পরিবারের সম্মতি নিবেন যদি ওনারা মনে করেন দিলো না কিন্তু আপনি পছন্দ করেন যে ছেলেটিকে সব দিকে দিয়ে আপনার যোগ্য এবং ছেলের পরিবারের জন্য এডজাস্ট করা যাবে এবং মনমানসিকতা ভালো তবেই পুনরায় আবার বাবা মার ভাইবোনের সাথে শেয়ার করে মতামত পোষণ করলে বিয়ে রাজী হবেন তবে হাত ধরেন আপনাদের দুজনের মাঝে এখনো একজন উপযোক্ত নয় বা পড়ালেখার বাকী থাকলে শেষ করে নিবেন বা পড়ালেখা শেষ হয়েছে চাকরির প্রয়োজন। চাকরি চাহিদা মিটিয়ে তারপর বিয়ে। না না আপনার কথা বলছি না আপনিতো সরকারি একটা চাকরি করছেন। ঠিক আছে বোন অনেকক্ষণ তো জ্ঞান চর্চা হলো। আপনি আপনার বাড়ি ফিরে যান আমি ফিরে যায় আমার বেকারত্ব জীবন নিয়ে আমার গৃহে। মেয়েটি আমাকে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে ভাই আমার কোনো বড় ভাই বোন নাই আজ আপনিই আমার বড় ভাই। ব্যাগের হতে একটা কার্ড বাহির করে এ্ই আমার বাসার অ্যাড্রেস। ভাই হিসাবে বোনের বাসাতে এলে আমি এবং আমার মা খুবই খুশি হবো। আচ্ছা ছালাম বিনিময় করে দুজনে দুটি পথ ধরে চলে যাই। কিন্তু রাকিব মেয়েটি চলে যাওয়ার পথে রাকিবের বাড়ির ঠিকানা মেয়েটিকে দেয়নি কারণ রাকিব জানে তার দ্বিতীয় মার চমৎকার আচরণের কথা যা ভুলে যাওয়ার মতো নয়। এই মেয়েটি নিয়ে গেলে পূর্বের সেই বোনের মেয়েকে বিয়ে না করার জন্য যে রূপ আচরণ দেখিয়েছিলো সেই আচরণ দৃশ্য পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে বিধায় ভাই ভালই হলো। এখানেই পরিচয় এখানেই শেষ। বাড়ির গেট দিয়ে প্রবেশ কররতে না করতে মা আমাকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। পাশে থাকা দা কুড়াল দিয়ে মেরে আমাকে আঘাত করতে পারলে হয়তো একটু শান্ত হতো। কেন জানি মা আমাকে মোটেই সহ্য কবতে পারে না প্রতিনিয়ত গাল মন্দ ঠিক কি ধরনের আজে বাজে ভাষাতে বকাঝকা করবেন মনে হয় আমি মরে গেলেই উনি এই রাজ্য শাসন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেন। আরে বাবা তোকে বলেছে এ বাড়ির সমস্ত কিছু দখল করে নিয়ে নিতে নে না কে বলেছে তো না নিতে। শুধু দেখ আমার একবার চাকরি হলে তোদের যে আশা মতলব সব ছেড়ে ছুড়ে ত্যাগ করে চলে যাবো আর কোনোদিন কোনো দাবী নিয়ে ফিরে আসবো না। রাকিবের চারপাশে যেন অন্ধকার তাক করে চেয়ে তেড়ে আসছে। কোন কিছু দিয়ে কিছু করতে পাছে না। বেশ কদিন চুপচাপ বাড়ির তার কক্ষ হতে কোথাও যাচ্ছে না। এ বিষয়টি বাবার নজরে আসে। একদা একদিন সন্ধ্যার পর বাবা রাকিবের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বাবার গলা জড়িয়ে বাবা তুমি আমার ঘরে এসেছো। দেখো কদিন হলো আমি একা একা পড়ে আছি কেউ কখনো আমাকে দেখার বা ডাকার নামটি পর্যন্ত নেয় নাই। সাথে বাবাও কেঁদে ফেলে। বাবা বলেন তোর কি হয়েছে বাবা নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে ঘরের কোণে বসে বসে সময় কাটাচ্ছি। রাকিব বাবা অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো কিছু কেন কিছু পাওয়া হচ্ছে না। মনে হয় আমি মরে গেলেই তোমাদের ভালো হতো আমাকে বোঝা মনে হতো না। এ কথা বলিস নি বাবা

তোমার মা তোকে আমার কোলে তুলে দিয়ে বলেছিলো তুমি বিয়ে কর ভালো কথা কিন্তু তুমি আমার ছেলেটির হাত শক্ত করে ধরে রেখো। দেখো একদিন তোমাদের জন্য আমার এই ছেলেটি আশির্বাদ হযে পাশে দাঁড়াবে। বাবা আমি সেদিন হতে তোমার হাত শক্ত করে ধরে আছি যেন কোনো কারণে একদিনের জন্যও ছাড়ি নাই্ আমি এখনও বিশ্বাস করি মানুষের উপরই ছন্নছাড়া বাদাইমা উপাধী একদিন না একদিন তুমি এর হতে বেরিয়ে আসবেই। বাবা রাকিব তুমি হতাশাকে প্রশ্রয় দিও না কারণ তুমি পুরুষ মানুষ তুমি যদি কিছু নাও করতে পারো তবে মানুষে বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে তোমার দু মুঠো আহার জুটাতে পারবে। তাছাড়া এমন না যে লেখাপড়া জানো না তুমি। না আমি সে কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি তোমার পরিবারের বড় সন্তান হয়েও তোমাদের জন্য কোনো কিছুই করতে পারছি না। এতটুকু কষ্ট নিয়ে থাকি। কিছু করতে পারলেও কখনো আর মার কোনা কথা শুনতে হতো না রাকিবের কথা শেষ হতে না হতে একটু হেসে দিয়ে আরে তোমার মায়ের কথা ধরবো না। দেখবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে বাদ দাও আমি তোমার ছোট ভাই রেফাতকে দিয়ে খাবার পাঠাচ্ছি তুমি খেয়ে নিও। বাবা চলে গেলে রাকিব তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর রাকিব তার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হঠাৎ মনে হলো রাকিবের দ্বিতীয় মার ঘরে সন্তান বড় ছেলে রাহাতের শেষ। ওকে অনেক দিন হয় বাড়ি আসছে না। ওর স্ত্রীর সন্তান নিয়ে কেমন আছে তারও কোনো খবর নেই। যাই দেখি একটা ভালো মন্দ খবর নিয়ে তো অত্যন্ত বাড়িতে বাবা মাকে জানানো যাবে আমি যেহেতু শহরে এসেছি। আমি লিফট দিয়ে উঠে সাত নং ফ্লোরে থামাতেই নেমে পড়ে আস্তে আস্তে রাহাতের অফিসে প্রবেশ করি। একটি ছেলে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে আপনি কাকে চান আমি বললাম এই অফিসে রাহাত নামে কেউ আছে। উত্তরে ছেলেটি আমার কাছে জানতে চাইলো রাহাত আমার কি হয় তার সাথে পরিচয় কি এসব দৃস্তান্ত। অবশ্য গেট দিয়ে প্রবেশ করতে আমাকে সব কিছু লিখে প্রবেশ করতে হয়েছে। কারণ এই অফিসটা বিদেশি একটি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় এটি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। আমার ভাই রাহাত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে চাকরিতে জয়েন্ট করেছে। অবশেষে আমার কথার সন্তুষ্ট হয়ে রাহাতের ডেক্স দেখিয়ে দিলে আমি রাহাতে ড্রেক্সের কাছে এসে দাঁড়ালে রাহাত আমাকে দেখে বড় দাদা ভাই বলে বুকে জড়িয়ে দাদা ভাই তুমি তুমি আমার অফিসে চেয়ার টেনে এনে রাকিবকে ‘বসতে দিয়ে কি খাওয়াবে কি দিয়ে আপ্যায়ন করবে। একের পর এক বার ব্যস্ত হয়ে পরে রাকিব রাহাতকে সবকিছু বাধা দিয়ে শুধু এক কাপ চা দিতে পারিস। এর বেশি কিছু নয়, হাজার হোক ছোট ভাই ও আর কি আনবে। রাকিব রাহাতকে তুই বস ভাই। পরক্ষণে জানতে চাই বৌ, আমার সোনামনি আমার জান সিজান মিয়া কেমন আছে। ওদের নিয়ে বাড়ি যাচ্ছো না কেন? মা বাবা সব সময় মনে করে রাহাত কি দাদা ভাই আমারও যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু অফিসের অনেক কাজ। তবে এর মধ্যে যাবো একদিন। এমন সময় চা এলো রাকিব চা খেতে খেতে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা আদান প্রদান হাসি মশকরা হলো। এখন রাকিব রাহাত হতে বিদায় নিয়ে চলে যেতে মন স্থির করে ঠিক সেই মুহূর্তে একটি রলোক রাহাতের ডেক্সের সামনে এসে রাহাত তোমাকে যে ড্রইং খানা দিয়েছিলাম তার কি সব কমপ্লিট হয়েছে। ফাইলটি আজই মিনিস্টারীতে জমা দিতে হবে। জ্বি স্যার গতকালকেই শেষ করে রেখেছি বেশ ভালো। তা তোমার কাছে ধরে রেখেছো কেন আমার চেম্বারে না দিয়ে এই ফাকে তো দিলেতো পারতে। রাহাতের সাথে কথা বলে ঘোরে রাকিবকে নজরে পড়ে রাহাতের বসের। হামিদ আর রাকিবের মধ্যে কিছুক্ষণ চোখ বিনিময়ে রাহাত আশ্চর্য হয়ে ভয়ে ভয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলে চিন্তা করতেছিলো আমার বড় ভাই এখানে আমার নিকট আসতে কি কোনো অন্যায় হয়েছে কেন অফিসে তো অনেকের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আসে। তাদের ক্ষেতে তো এমনটি হয় নাই তবে আজ আবার আমার বড় ভাই

আসতে এমন কেন হয়েছে। রাহাত ভাবতে ভাবতে এদিকে হামিদ বড় ভাই রাকিবকে বুকে টেনে নিয়ে বন্ধু কতদিন পর দেখা। এতোদিন কোথায় ছিলো কেন তোর সাথে আমার হয়নি দেখা আরও ইত্যাদি ইত্যাাদি কথোপকথন হচ্ছিলো এবং মাঝে রাহাতের ভয় কেটে গেলে হামিদকে প্রশ্ন করে স্যার আমার বড় ভাইকে চিনেন নাকি চেনবো না মানে রাকিবের সাথে আমার কত স্মৃতি আমরা দুজনের কতরকম দুষ্টুমী সে কি আর ভোলা যায়। কেন কতবার তোমাদের বাড়ি গিয়ে তোমার মার হাতের রান্না খেয়েছি গল্প গুজব করে অবশ্য তোমাদের চেনার কথা নয় তখন তুমি দুই আড়াই বছরের আর তোমার ছোট ভাইবোন সবে মাত্র ৬/৭ মাস। এর মধ্যে রাকিব সহ রাহাতকে নিয়ে হামিদের অফিস কক্ষে প্রবেশ করতে রাকিব দেখে কি সুন্দর পরিপাটি কত সুন্দর সুন্দর মেশিনের পার্টস একপামে একটি ছোট্ট জাহাজ অন্য পাশে একটি মধ্যম আকৃতির প্লেন। যাই হোক তাদের দুজনকে বসে বলে হামিদ নিজেও নিনজের চেয়ারে বসে নিয়ে পুনর্বার গল্প ওরা কর ছিলো সেই পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত কথা। জানো রাহাত তোমার ভাই আর আমি দু'জনে ক্লাস সিক্স হতে ক্লাস টেন পর্যন্ত একত্রেই লেখাপড়া করেছি। অষ্টম শ্রেণিতে দু'জনেই বৃত্তি পেয়েছিলাম দু'জনে ম্যাট্রিকুলেশন ভালো রেজাল্ট করি। কিন্তু কলেজে উঠার পর রাকিব গেরো বিজ্ঞান শাখা হতে আর্টসে আর আমি বিজ্ঞানেই রয়ে গেলাম। পরবর্তীতে একের পর ইয়ার ডেংগিয়ে বিসিএস পাস করে এখন তোমাদের অফিসের বড় বস। এখন রাকিবকে প্রশ্ন করছে হাসিমদ এতক্ষন তো আমিই বকবক করতে ছিলাম আচ্ছা তুই কি করছিস রাকিব। রাকব উত্তরে তোর মত কি আমার কপাল ছিলো না আছে। আমি এখন টেনেটুনে বিএ পাস করে ছন্নছাড়া বাদাইমা হয়ে বেকার সময় কাটাচ্ছি আর এখনও বাপ ভাইয়ের ঘারে বসে বসে খাচ্ছি মানে তুই না এমএ পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলি। এর ফাকে ভালো না একটা চাকরিও করেছিস। এসব কথা তুই কি করে জেনেছিস। ঐ যে আমি যে বাড়িতে লজিং ছিলাম সেই বাড়ির মিজানের সাথে আমার এক কফিশপে দেখা সেখান হতে ওরর মুখে জানা। হ্যাঁ যা শুনেছি তা সব ঠিক আছে। সে যাক আমি তোদের অনেক সময় নষ্ট করছি আমি এখন উঠি। বেটা উঠি কিরে এতো দিন পরে দেখা আরও অনেক কথা আছে। রাকিবকে বসিয়ে রাহাতকে বললো তুমি প্রথমে আমাদের ক্যান্টিনে তিনজনের লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে আসবে। আর আসার পথে ইঞ্জিনিয়ার কামাল সাহেবকে আমার এখানে আসতে বলে তোমার কাছে যে প্রোফাইল আছে মিনিস্ট্রিরিতে জমা দেওয়ার তা নিয়ে আসবে কেমন। রাহাত বসের অর্ডার পালন করার জন্য চলে যায়। পুনর্বার দুই বাল্যকালের বন্ধুর মধ্যে আলাপ। আচ্ছা বন্ধু তোর লিজার খবর কি। রাকিব খবর আর কি ও এখন বিয়ে করে সুখেই আছে। আর তোর ছোট বোন অবশ্য আমি তাকে দেখি নাই এখন না জানি কত বড় হয়েছে। হ্যাঁ সিতারা এখন আইএসসি পাস করে বিএসসিতে ভর্তি হয়েছে। ভিষণ ভালো ছাত্রী প্রত্যেকবার গোল্ডেন জিপিএ-৫ নিয়ে পাস করেছে জ্ঞানের লেভেল বাবার মত প্রায়। তাহলে তো হলেও একদিন সিতারাকে দেখতেই হয়। রাকিব বুঝতে আর বাকী রইলো হয়তো সিতারার ব্যাপারে মনে মনে শিক্ষাকর্তার যোগ্যতা কথা শুনে বিয়ের ব্যাপারে ভাবছে। হামিদ যখন একটি ফাইল দেখছিলো ঠিক তখনই রাকিব প্রশ্ন করে। বন্ধু তোর বৌর ছেলে মেয়ে ওরা কে কোথায় আছে। কথা শেষ না করতেই হামিদ রাকিবের মুখ হতে কথা কেড়ে নিয়ে হেসে ছেলে মেয়ে তো দূরে থাক এখনো কপালে বৌ এর ছায়া দেখি নিই রাকিব আতকে উঠে বলিস কি তুই তোা আর আমার মত টেনে টুনে বিএ পাস ছন্নছাড়া বাদাইমা নস। একজন সমাজে নামি দামি প্রতিষ্ঠিত মানুষ তোর বিয়ে হয় নাই শুনে আমাকে অবাক করে দিয়েছে। বন্ধু তোমার যেমন সব সময় সব কিছু হয় নাই ঠিক আমার ক্ষেত্রেও তাই। তুই জানিস নিই আমার বাবা মা পরপর দুজনেই হঠাৎ হঠাৎ স্ট্রোক করে এ পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছে। না জানি না তো রাকিব কথা এর মধ্যে রাহাত প্রোফাইল নিয়ে এলেই পেছনে

ইঞ্জিনিয়ার কালাম সাহেব এসে ছালাম দিয়ে ভিতরে আসার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে কামালের হাতে প্রোফাইল খানা তুলে দেন এবং এখনি আমার গাড়ি নিয়ে মিনিস্ট্রিতে গিয়ে জমা দিয়ে আসুন কেমন। জ্বি স্যার একটু থেমে এখানে না আপনারা হা আমার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমার স্কুল জীবনের বাল্য বন্ধু আসাতে এই কাজটা আপনাকে দায়িত্ব দিলাম। দেখেশুনে কাজটি সমাধা করে আসবেন। আশা করি বিষয়টি আপন ভেবে আমার কক্ষ হতে কাজটা সারবেন কেন। জ্বি স্যার হেসে পুনরায় ছালাম দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রাহাত উদ্দেশ্য করে ক্যান্টিনে তো সব ঠিকঠাক বলে এসেছো। রাকিব চলো বন্ধু রাহাত এসা আহারাদী সেরে বাকী কথা হবে্ রাকিব এসবের কোনো দরকার ছিলো না। সে দেখা যাবে বলতে বলতে হামিদ বন্ধু তুই কিছু মনে করিস নি। এর মধ্যে একদিন নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আজ ২৯ তারিখ আগামী মাসের ৬ তারখে তোকে নিয়ে এক জায়গাতে যাবো তোর চাকরির ব্যাপারে। আমার মনে হয় আমি নিয়ে গেলে চাকরিটা হয়েও যেতে পারে। আর কথা না বাড়িয়ে হামিদ রাকিব ও রাহাতকে নিয়ে ক্যান্টিনে প্রবেশ পথে দিয়ে ভিতরে চলে গেলো।

খাওয়া দাওয়া সেরে ক্যান্টিনে বসে আরও কিছুক্ষণ কথা রাকিব, রাহাত ও হামিদের হতে বিদায় নিয়ে পুনরায় লিফট দিয়ে নিচে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বাস স্টপিজে এসে দাঁড়াতে রাকিবদের স্টেশনের বাস আসতে না আসতেই উঠে পড়লো এবং যথারীতি গন্তব্যের পথে ছুটতে থাকে। যদিও গাড়িতে তেমন ভিড় নেই তবে প্রত্যেকটি ছিট ফিলাপ। রাকিব হ্যান্ডেল ধরে দাড়িয়ে যাচ্ছিলো এমন সময় পেছন হতে ভাইয়া ভাইয়া বলে চিৎকার করে ডাকছে্ কিন্তু রাকিব মেয়েলী কণ্ঠ বলে পিছনে ফিরে না তাকিয়ে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়েই আছে আবার যেই মুহূর্তে মেয়েটি ছিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে এই রাকিব ভাই। রাকিব ভাই। এতক্ষণে রাকিব তার নাম কানে আসতে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সেই পার্কের মেয়েটি আমাকে ডাকছে। বাসের কয়েক জন একবার মেয়েটির দিকে একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আমি যে সব তাকাতাকি উপেক্ষা করে মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়ালাম সিটের কাছে এলেই মেয়েটি বললো বসুন সিট খালি আছে মেয়েটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বসলাম এতো মেয়েদের সিট তাতে কি আগে বসুন পরে না হয় মেয়ে এলে উঠে যাবেন। তবে মনে হয় না যে মেয়েটি আমার সিটের পাশে বসে যাওয়া আসা করে যে মেয়েটি বোধ হয় আজ আসে না। সে যাক হাত ধরে টেনে বসিয়ে আগে বসুন ভাই পরে কথা পরে। দেখা যাবে। রাকিবকে রিতিমত টেনে পাশে বসায় কিন্তু রাকিব বিষণ ভাবে বিরক্ত বা লজ্জা পেয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে এতো হেজিটেশন করছেন কেন বোনের পাশে বড় ভাই বসবে তাতে কার কি। যাই হোক মেয়েটির রাকিবকে ভাই বলে সম্বোধন করাতে একটু নড়েচড়ে স্থির হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসলো। মেয়েটি এখন নিজের কথা বলতে শুরু করতে লাগলো। জানেন রাকিব ভাই সেদিনের বিষয়ে আমি ভিষণ লজ্জিত। সেই মুহূর্তে যদি আপনি না হয়ে অন্য কেউ হতো তবে আজকের আমি আর আমি হয়তো থাকতাম না। আপনি আমার ভাগ্যের পরিবর্তনে পথ দেখানোর বিধাতা। রাকিব মেয়েটিকে থামিয়ে দিয়ে। দেখো সবকিছুর পথ ঐ উপরাল্লাহ দেখানোর মালিক আমাদের মত বান্দার শুধুই উছিলা তাও যদি আল্লাহ তালার নির্দেশ না থাকে তবে আমাদের কোনো সময় সম্ভব হয় না বা হবে না। জানেন রাকিব ভাইয়া এর মধ্যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ছেলে ডাক্তার সরকারি হাসপাতালের। দেখতে শুনতে ভালো বাড়ির অবস্থাও ভালো। রাকিব বেশ তো ভালোই হয়েছে এখন আর কি না অনেক কিছু আপনি বরঙ আপনার বাড়ির সকলকে নিয়ে মার বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন। দেখি যদি আপনারা কেউ না আসেন তাহলে আমি কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতেই বসবো না। এ আমার ছাপ কথা। একবার ভুল পথে পা দিয়েছিলাম এবার আমার বড় ভাই আমার বিয়েতে না আসার কারণে আরেকটি ভুল করে বসবো। ছিঃ

বোন এমন পাগলামী করবে না। মানুষের জীবনে আল্লাহ তালা সুযোগ্য করে দেন আবার নিমেষে সে সুযোগ কেড়েও নেন। কাজেই এ ভুলবাল কখনো মনের ভিতর স্থান দিবে না। আচ্ছা মেয়েটি রাকিবের হাত চেপে ধরে তবে কথা দেন আপনারা আসবেন আমি কিন্তু নিজে আপনাদের বাসাতে গিয়ে দাওয়াত দিয়ে আসবো। আমার ঠিকানাতো তোমাকে দেওয়া হয় নাই। তবে চিনবে কি করে। কি যে বললেন আপনি না দিলে কি হবে এদেশ কিংবা ছোট অঞ্চলে কেউ কউকে চিনতে সময় লাগে (একটু থেমে) আপনাদের বাসার ঠিকানা আমি ইতোমধ্যে জেনে গেছি-কথা শেষ হতে না হতে মেয়েটির নামার বাসস্টেশন এসে যায়। ভাইয়া সামনে আমার স্টপিজ আসি বলে নেমে পড়ে রাকিব মনে মনে বলে বাঁচলাম। হ্যারে মেয়েটি কথা বলতে পারে। আসলে তা নয় ভিতরে অনেক সরল তাই আমাকে আপন ভেবে এক সাথে বসতে পেরেছে। বাস হতে নেমে বাহির গিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে সালাম দিয়ে সামান্য মৃদু হেসে গন্তব্যর পথে পা বাড়ায়। এদিকে আমারও গন্তব্যের পথে নামার সময় ছুইছুই। এমন সময় রাস্তার উপারে অনেক ভিড় পরিলক্ষিত হলে পাশে বসা জনৈক লোকটি জানার দিয়ে দেখিয়ে ইচ্ছেই জিজ্ঞেস করে নিলাম ভাই ঐ যে দেখা যাচ্ছে ওখানে এতো ভিড় কেন বাসের জানালার বাইরে দিকে দ্বিতীয়বার দেখিয়ে। জনৈক লোকটা বললেন ভাই আমেরিকা হতে ডিবি নাইন লটারি ভিসা ছেড়েছে আবেদন করলে যদি কপালে থাকে ভাগ্যের টানে সুদূর ইউরোপ কান্ট্রি আমেরিকা। তাই পাসপোর্ট করার জন্য ওরা এসেছে। রাকিব লোকটার কথা শুধু তাই।

বাড়িতে এসে সারারাত ভাবতে থাকে। আমার তো কপাল পুড়া হয়তো ডিবি নাইন লটারি ভিসার মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন হয যদি একবার যখন সুযোগ আছে তবে আমাকে পায় কে? তবে পাসপোর্ট করার এতোগুলো টাকা আমাকে কে দিয়ে সাহায্য করবে। চিন্তায় চিন্তায় সারারাত ঘুম এলো না। তবে এসব কাজের জন্য বাবার কাছে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা নেওয়াও সম্ভব পর নয়। কারণ বাবা আর কত করবে। এদিকে সংসারে ভয় বহু তাছাড়া ছোট ভাই রাহাত সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছে চারপাশে আযানের ধ্বনি। আমি বিছানা ছেড়ে আজ ঘরেই নামাজ আদায় করে নিলাম। পরক্ষণে আস্তে আস্তে ভোর কাটিয়ে নানা জাতের পাখির কলরবে সকালের সূর্য উদিত হলো। যতই সকাল হচ্ছে তত দূর চিন্তা বাড়ছে। হঠাৎ আমার আপন মার ছোট চাচা মানে আমার ছোট নানুর কথা মনে হলো। তিনার বর্তমানে অবস্থা অনেক ভারো ছোট নানু ভাই সরকারি পোস্ট অফিসের বড় সর কর্মকর্তা হয়তো আমার বিপদ মুহূর্তে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারে। সকাল সকাল কাপড় চোপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম ছোট নানুর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে। আমাদের বাসার মোড় হতে একটা রিকসা নিয়ে নানু ব্যাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে অল্প ক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। নানু আর নানা ভাই আমাকে দেখে অবাক এতো বড় হয়েছে অথচ রাকিব পারত পক্ষে নানা বাড়ি আসে নাই অথচ আজ হঠাৎ এসে উপস্থিত। নানাবাড়ি আগাগোড়াই অবস্থাশীল। সমস্ত বাড়িটি কাঠের কারুকাজে তৈরী। পুরাতন ঘরবাড়ি অথচ মনে হয এই বুঝি গতকাল তৈয়ার করেছে। প্রতিটি বাড়ি নকমা খুবই চমকার মনে হয় সুনিপুণ কারিগরের হাত ছোঁয়া ছিলো। যাই হোক এখন এসব ভাবার বিষয় নয়। আমার যাতায়াতে ছোট নানু নানু ভাই বিষণ খুশি হয়েছে। বর্তমানে আর আমার আমার মার বাবা মা, বেশি কিছুদিন হয় গত হয়েছে। আমার আপন নানুর ঘরে আমার মা ব্যতিত আর কেউ ছিলো না মাও যেন কি কারণে অল্প বয়সে আমাকে রেখে পৃথিবী হতে চিরবিদায় নিলেন। আমার নানাভাই নানুর চেয়ে ছোট নানু নানা ভাইয়ের বয়স তুলনাতে অনেক কম বিধায় ছোট না ভাই এখনো চাকরিতে কর্মরত। ছোট নানু নানা ভাই আমাকে পেয়ে অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন এবং আমার সাথে উনারা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ হাসি তামাশাতে

মশগুল ছিলেন। এমতাবস্থায় নানু এক পর্যায়ে বললেন আমার রাজা ভাই কি ভুল করে এ পথ মাড়ালো। একটু আকটুর জন্য হলে তো আসা যায়। না নানু আসলে বলতেই নানার ভাইয়ের অফিসের গাড়ির হর্ন বেজে উঠলো। নানা ভাই আমাকে বললেন নানা ভাই তুমি তোমার নানুর সাথে গল্প গুজব কর খাও দাও আমি বিকেলে এসে তোমাদের সাথে জয়েন্ট করবো চা নাস্তা পূর্বে। নানা ভাই তোমার যখন বাড়ি এসেছে আজ যাই অন্য কোনোদিন আসা যাবে অনেক পিড়া পিড়ি হয় রাকিবকে রাখার জন্য। রাকিব ভাবে এখানে অযথা বসে সময় কাটালে আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা হাসিল হবার নয়। নানু ভাই আসলে অনেক দিন আসি না তাই তোমাদের আজ দেখে গেলাম। নানা ভাই এর এটাচ নিয়ে আমি গাড়ি পর্যন্ত গিয়ে তুলে নানা ভাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে চলতে থাকি। নানা ভাইয়ের গাড়ি অফিসে অর্ধেক রাস্তা পেরছে যখন তখন নানা ভাইকে পিস ফিস করে বলছিলাম। নানাভাই আসলে আসছিলাম তোমার কাছে অত্যন্ত নিরুপায় প্রয়োজনে। তুমি তো জান ইতোপূর্বে কয়েকটি চাকরি পেয়েও চাকরি হয় আমাকে ছেড়ে দেই না হয় ভালো না লাগলে বা মন না বসলে সেই কারণে চাকরি আমি ছেড়ে দেই। তাই বলছিলাম আমাকে দিয়ে এদেশে কিছুই হবে না। তাই মনস্থির করেছি বিদেশ চলে যাবো তুমি কি আমাকে সামান্য সাহায্য করবে মানে আপাতত হাজার দশেক টাকা দিলেই চলবে। একথা তো বাড়িতে বলতে পারতে। নানা ভাই একথা শুধু তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না আমাকে কথা দিতে হবে দেখি নানা ভাই পাগলামিটা কাজে লাগে কি না। ঠিক আছে দেবো। আর এমনি দেবো খুশি তো। পরক্ষণে নানা ভাই বললো এতো কম টাকা দিয়ে কি হবে যদি লাগে বেশী নাও তাও ছন্ন ছাড়া বাদাইমার খাতা হতে নামটি কাটাও নানা ভাইয়ের আশ্বাসে বুকটা ভরে গেলো। নানা ভাই দেখ ভাই এ টাকা পয়সা কিন্তু আমার হতে দিচ্ছি না তোমার বড় নানার রেখে যাওয়া তোমার মার টাকা তাই সৎভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। অবশ্যই নানা ভাই। যেতে যেতে এটাচি বুলে দশ হাজার টাকা ছোট একটি বান্ডিল রাকিবের হাতে দিয়েই। নানাভাবে তোমার অফিস গেটে রেখে যেও। যথারীতি রাকিবকে নামিয়ে দিয়ে রাকিবকে বললো বাড়ি যেও কেমন। আচ্ছা নানা ভাই অবশ্যই ছোট নানা ভাই আমাকে এক কথায় যে দশ হাজার টাকা দিয়ে দেবেন ভাবিনি তাও ভালো নানা ভাইয়ের কথা মনে পড়েছিলো। রাকিব মহা খুশি থাক এ দিয়ে পাসপোর্ট ডিবি নাইনের লটারির জন্য আবেদন করা যাবে। দেখা যাক এবার বিধাতা আমাকে কি সাহায্য করেন। কোনো ভাগ্যের দুয়ার খুলবে না অবশ্যই। আমার মন বলছে প্রি লটারিতে আমেরিকা যাওয়া হবেই হবে। যাই আর দেরি না করে সকল প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে নেই তারপর অন্য কথা। আমি দুই তিন দিন ঘোরাঘুরি করে পাসপোর্ট হতে শুরু করে একে একে অন্যান্য সব কাজ সমাপ্ত করে নিলাম। এখন আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নেবো কদিন। অবশ্য ছোট নানা ভাইয়ের হতে বিদায় নেবার আগে বলে এসেছিলাম যদি ভাগ্যে লটারি পেয়ে যায় তবে কাউকে না বলার জন্য এবং তোমার ঠিকানা ব্যবহার করবো অবশ্য নানা বাই তা মনে রাখবে। এভাবে কেটে গেলো সপ্তাহ খানিকের উপরে হঠাৎ মনে পড়ে হামিদের অফিসে যাওয়ার কথা। থাক যখন যাওয়া হয় নাই তো হয় নাই। কিন্তু আমি হামিদের অফিসে না গেলে কি হবে হামিদ নিজেই আমার মেজো ভাই রাহাতকে সঙ্গে বউ ভাতিজাকে সহ মস্ত বড় দামী গাড়ি করে উপস্থিত। ক্যালেন্ডারের উপর চোখ রেখে দেলাম আজ শুক্রবার হামিদ রাহাত অফিসে বন্ধু বিধায় আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। তবে হামিদ এতো বড় ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও সামান্যতম অহংকার নেই বলেই আমার বাবা মাকে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম সেড়ে নেয়। অন্য দিকে ড্রাইভার একের পর এক বড় বড় প্যাকেট করে আনা অনেক কিছুই ফল খাবার দাবার কেক বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি মন্ডা আরও কত কি মনে হলো শহর শুদ্ধ নিয়ে এসেছে এসব জিনিস দ্রবাদী। আমার ছোট ভাই রাকাত এসব আনার জন্য সহযোগিতা করছে। সিতারা দৌড়ে

আমাদের পরিবারের বর্তমান একমাত্র সর্বকনিষ্ঠ সদস্য রাহাতে ছেলে সিজানকে ওর ভাবীর কোল হতে কুলে নিতেই হামিদের চোখ গিয়ে সিতারার উপর নিক্ষিপ্ত হলো আমার এবং মনে মনে হয়তো বলছে বা বেশ চমৎকার সুন্দর সালিনতায় একটা মেয়ে কেন এতো দিন এখানে আসিনি হায় আল্লাহ কাছে আলো রেখে অন্ধকারে খোঁজে হামিদের চোখ সরিয়ে নিতে কষ্ট হলো সিতারার উপর হতে। তবুও আমি বললাম হামিদকে আয় ঘরের ভিতরে গিয়ে বসি। উত্তরে হামিদ বা তাইতো হামিদ রাকিবের কক্ষ যাওয়ার জন্য উদ্ভুত হলে পুনরায় আমার বাবা মার দিকে চেয়ে আজ আপনাদের কোন কিছুই করতে হবে না আমি সমস্ত খাবার দাবার নিয়ে এসেছি শুধুমাত্র কষ্ট দেবো পরিবেশন করা। আজ কোনো পাকসাক রান্না বাড়া নয় শুধু আলাপ কথা আর গল্প। এতক্ষণে রাকিবের বাবা মুখ খুলেছেন হামিদকে লক্ষ করে বাবা তুমি আবার এসব আনতে গেলে কেন কি দরকার ছিলো। তুমি খালি হাতে এলে কি তোমার আপ্যায়নের কোনো প্রকার ঘাটতি হতো। হামিদ না চাচা তা হবে কেন স্কুল জীবনে রাকিবের সাথে কত এসেছি কেউ কখনও তো চাচি মা না খেয়ে যেতেই দিতেন না। চাচিমা কত বৈয়মকে বৈয়ম আচার চুরি করে খেয়েছি। আর চাচিমা বলতো আমার এতো স্বাদের আচার ছ বৈয়মকে চুরি করে নিয়েছে বাড়িসহকারে মাথায় উঠতো রাহাতের মা লজ্জায় মাথা নত করে এবং সকলে হাসতে থাকে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে খাওয়া দাওয়া আহারাদি সম্পন্ন হলো হাসি তামাশার মধ্যে দিয়ে সময় পার এলেই হামিদের মনে হলো আর যদি কিছু ক্ষণ এদের সাথে সময় ব্যয় করা যেতো তবেই ভালোই হতো। এর মানে হামিদ রাকিবের সাথে সিতারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করলে হামিদের সাথে সিতারা বিয়ের ব্যাপারে বাবার কানে তুলে বাবা বললেন এতো আমার পরম পাওয়া সুভাগ্যের ব্যাপার। পরক্ষণে হামিদ যে মাপের এবং ওরা খানদানী পরিবার সেলক্ষ্যে আমার সিতারা গিয়ে ওদের পরিবার সামলে চলতে ফিরতে কি পারবে। না পারার কিছুই নয় অবশ্য আমার বাবা মা বা বড় বোন থাকলে ভালোই হতো কিন্তু বাবা মা নেই আর বড় বোন বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। বর্তমানে আমি একা আর যদি আমার সাথে সিতার বিয়েতে রাজী হন বিয়ের পরে না হয় মাঝে মাঝে চাচিমা আর ওরা আছে তখন ওরা গিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে আসবে। এতে কেউ কোনো বলার রক্ষা নেই। আমার বিশ্বাস সিতারা বুদ্ধিমতি মেয়ে মন হয় ও তা ম্যানেজ করে নিতে পারবে সিতারা লজ্জা পেয়ে অন্য কক্ষে চলে যেতে যেতে ইশ বিয়েই হলো না এখানো অথচ বেল পাড়া শুরু করে দিয়েছে বলে কি না ম্যানেজার আসলে আমি এতো বড় বাড়িতে একা যাকে বলে নিঃসঙ্গ জীবন। আচ্ছা তুমি যখন জানলে আমি আশেপাশে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবী রাকিবের নানার বাড়ি রাহাতের নানা বাড়ির লোকজনের সহিত আলোচেনা করে দিনক্ষণ ঠিকঠাক করে কোনো একদিন ভালো দিন দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। পুনরায় সালাম দিয়ে হামিদ রাহাতকে নিয়ে চলে যায়। তিনি রাহাতের স্ত্রী ও তাদের সন্তান সিজান রয়ে যায়। ওরা চলে যাবার পর বাড়িতে তুমুল হইহুল্লোড় হাসি তামাশা সিতারা সাথে ভাই ভাবীর মসকা যেন সমস্ত আনন্দের জোয়ার একমাত্র সিতারাকেই ঘিরে। এক সময় বাবা মার কাছে রাকিবের বাবা গিয়ে বলে তুমি যে ছেলেকে অবজ্ঞা অবহেলা করতে আজ দেখো তারই হাত ধরে তোমার মেয়ের জন্য কত বড় মাপের সুপাত্র ইঞ্জিনিয়ার ছেলে নিজেই এসেছে সিতারাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পেয়ে গেলো। বুঝলে রাহাত মা অনেক সময় চাল ঝাড়তে ভাঙা কুলাও দরকার হয় তাকে ফেলে দিতে নেই। একদিন দেখো আমার এই ছেলেই তোমাদের পাশে দাঁড়াবে আমার বিশ্বাস। রাহাতের মা মাথা নত করে আজ শুধুই শুনেই হলো। কোনো কথার উত্তর নেই মুখে সে নাকি সুযোগ পেলেই রাকিবকে কোন ছোট খাট বিষয়ের সূত্র ধরে রাগারাগি না করে পেটের ভাত হজম হয় না, সেই আজ রাকিবের জন্য চোখে পানি। সবার আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন হামিদের সাথেই সিতারা বিয়ের দেবো। বাবা রাকিব, রাহাত এবং রেফাতকে ওদের মা সহ

নিজের শয়নকক্ষে ডাকলেন এর সবাই উদ্দেশ্যে জানালেন হামিদের সাথেই সিতারার বিয়ে হবে। উপস্থিত সকলেই খুশি। সিতারা বিয়ের সংবাদ বাড়ির ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। সাথে সাথে বাড়ির বাহিরেও। কারণ রাকিবের পরিবারকে বাহিরে লোকজন খুবই ...... চোখে দেখে। বাবা পুনরায় বললেন দেখো তোমরা তোমরা তো জান একটি মেয়েকে বর্তমান যুগে বিয়ে দিয়ে পাড়ি দিতে কত টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া রাকিব রেফাত বেকার, রেফাত শুধু রাহাত সবে মাত্র চাকরিতে ঢুকেছে। তারপর রাহাত ছেলে স্ত্রী নিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকে মনে হয় না ওরা কেউ কিছু সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। বর্তমানে আমর যা সঞ্চয় আছে তা দিয়ে কোনোভাবে বিয়ের খাওয়ার খরচ সম্পূর্ণ করা সম্ভব। বাকী সোনা দানা, ডেকোরেট, অন্যান্য খরচ ভাড়া যাতায়াত মিষ্টি মুণ্ডা কাপড় চোপড় ব্যাগ বাক্স আরও অন্যান্য আনুমানিক খরচ ধরলে সর্ব সাকুল্যে প্রায় ৪/৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। রাহাত বাবা আমি ধর ৪০হাজারের মতো রেফাত বাবা আমি ৩০ হাজার টাকার মতো তোমাকে দিতে পারবো। মা বরলো আমার এক জোড়া সোনার রুলি আছে তাও রাকিবের মায়ের হাতে এরপর বাবা বললেন আমি যে খাওয়া দাওয়ার কতা বলছি তা ফিক্সডিপোজিট ভাঙলে ৭০/৮০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। এতে দাঁড়ালো ৪০ ,৩০ এবং ৮০-১.৫০ হাজার বাকী। রাকিব এদের মধ্যে কোনো কথা না বলে আচ্ছা দেখা যাবে বলে বাবা হয়েছে তোমরা কথা বলো আমি আসি। বাবা তোমাকে বলি তুমি সিতারা বিয়ে নিয়ে চিন্তা করবে না। দেখো এক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি যেদিন সিতারার বিয়ের ব্যাপারে তোর নানা বাড়ি গিয়েছিলাম তোর ছোট নানা নানু দুজনেই খুশি এবং ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার শুনে আরো খুশি হয়েছেন। আমি ফিরে আসার পথে তোর ছোট নানা বলেছেন আগামীকাল যেন তুই উনার সাথে দেখা করতে অফিসে যাস। এই প্রস্তাবই কথা শেষ হলো কিন্তু বিয়ের দিন ক্ষণ তারিখ টিক হলো না তবু দেনা পাওনা আনুমানিক খরচ খরচা নিয়ে আজকের মত ক্ষ্যান্ত হলো। উপস্থিত সবাই যার যার কাজে বেরিয়ে পরে।

ছোট নানা ভাই আবার কেন তার অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন চিন্তাতে পড়ে গেলো রাকিব। তবে কি টাকা দিয়েছে তা ফেরত চাইবে। না তাই বা কি করে সম্ভব নানা ভাইয়ের পরিবার এতটা নিচু মনের মানুষ নয়। তিনারা মনের দিক দিয়ে অনেক উদার মানসিকতার মানুষ। যাগে যে কারণেই ডাকু যেদিন যাবো সেদিন দেখা যাবে। ভাবতে ভাবতে এমন সময় রাকিবের ছোট বোন সিতরা মন খারাপ নিয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে এসে দাদা ভাই বলে বুকের উপর ঝাপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাৎক্ষণিক সিতারাকে ছাড়িয়ে কি হয়েছে আমার পাগলী বোনটার। রাকিব চোখ মুছিয়ে দিয়ে দাদা ভাই তোরা আমাকে বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা বা তোরা একে বারে নিস্ব হয়ে যাবি। কে বলেছে বাবা নিঃস্ব হয়ে যাবে দেখেনিস কেউ নিঃস্ব হবে না তোর দাদা ভাই থাকতে কাউকে নিঃস্ব হতেও দেবে না। উপন্তু ভালোই ভালোই বিয়র কাজ সম্পন্ন হবে এই আমি বলে দিলাম হামিদ ভিষণ ভালো ছেলে ও আমার সাথে লেখাপড়া করেছে দেখিস তোকে ও রাজরানী করে রাখবে্ ও নিজে কষ্ট পেলেও তোকে কোনো কষ্ট হতে দেবে না। বড় ভাই বোনের চোখ মুছিয়ে দিয়ে এখন হতে মন খুলে হাসি ভাবে আনন্দ করবি। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করিস কেন না লেখাপড়ার ক্ষতি তরবি ক্ষতি ভুলে যাস নপা। তোর সাথে তোর পরিবারের সকলেই আছে। আমি দু/এক দিনের মধ্যে হামিদের সাথে দেখা করবো্ যাতে করে বিয়ের আগ পর্যন্ত মাঝে মধ্যে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে নিয়ে আসবে। তাতে নিজের মধ্যে বুঝাপড়া হবে। বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুস্কি হেসে বেরিয়ে গেলো রাকিবও বাহিরে পথে এগুতে থাকে। বাবা বারান্দা হতে বসে বসে লক্ষ করে মনে মনে বলছে আমার বড় ছেলে সিতারার বিয়ে দিতে হবে সেই ভেবে কেন যেন মন মরা হয়ে

গেছে ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করছে না তার উপর বেকার জীবন পার করছে। এখনো বিয়ের নামটি পর্যন্ত ওর সামনে তোলা যায় নাই এদিকে ওর মেজু ভাইয়ের বাচ্চাও ইতোপূর্বে হয়ে গেছে। আমারও কি কম চিন্তা হয় সামনে এত বড় ঝামেলা কেমন করে কিভাবে সামাল দেবো এক বিধাতা ছাড়া কেউ জানে না। বিয়ে তো আজ না হয় কাল দিতেই হবে সিতারাকে তো আর ঘরে বসিযে রাখা যাবে না। মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি। দেখা যাক এ পর্যন্ত তো চলে এসেছি বাকী সময় দিন উপরাল্লাহ চালিয়ে নিবেন। বলেই রাহাতের মা বলে ডাকতে ডাকতে কক্ষের ভিতরে চলে গেলো।

আমি সকাল হতে না হতে নানা ভাইয়ের অফিসে এলাম নানা ভাই এখনো অফিসে আসেন নিই। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এখনও ৯টা বাজতে ১৫ মিনিট বাকী রয়েছে। যাই দেখি সামনের চা দোকান হতে চা খেয়ে আসি চার দোকানে এসে বসতে চা বিক্রেতা জানতে চাই ভাইজান আপনাকে কি দেবো। না তেমন কিছু না শুধু এক কাপ চা দিলেই হবে তাও আবার লাল চা হবে। অন্য কিছু মিশিয়ে না। যেমন লেবু আদা তেজপাতা লবঙ্গ গুল মরিচ কোনো কিছুই নয়। চা বিক্রেতা চাা বানাতে বানাতে কেন ভাইজান আজ কাল ঐ সব না মিশ্রিত করে চা না দিলে চা বিক্রি হয় না আসলে মানুষ অভ্যাসের দাস ছেড়ে দিলে কিছুই না। এই দেখছো আমাকে আমি যে সিগারেট টানি না পান খাই না তাতে কি দিন চরে না চলে আসলে নেশায় এ তুমি নিজের ইচ্ছাতেই ছেড়ে দিতে পারো। হয়তো বলতে পারো চাও তো নেশা না ভাই চা নেশা না। চা প্রকৃতির সৃষ্টির উপাদানের মাধ্যম হতে তৈরি হয়। তাজা সবুজ পাতা হতে সংগ্রহের মাধ্যমে। এর মধ্যে কোনো কেমিকেল বা কৃত্রিমতা নেই। আর গরম পানি বা চিনি শরীরের জন্য উপকারিতা আছে। রাকিবের পাশে বসা অন্য যারা তারা মনোযোগ সহকারে শুনতে ছিলো। যেমন গরম পানি শ্বাস নালি যদি কোনো আবর্জনা থাকে তা পরিষ্কার করে সেই সাথে চিনির উপকারিতা অনেক সময় মানুষের চলাফেরার কারণে সুগার লেভেল নিম্নে চলে গেলে সামান্য চিনি খেলে তা স্থির হয় তাই সামান্য চিনি চায়ের সাথে মাঝে মধ্যে খেলে কোনো ক্ষতি হয় না। পাশে থাকা অনেকেই বললেন আপনার মতো এমন করে ভাবিওনি বা জানার সুযোগও হয়নি।

..........বলে এসব বিষয় নিয়ে তো অন্য কিছু ভাবি নাই। রাকিব চা বিক্রেতার হতে চার কাপ নিয়ে এক চুমুক দিয়ে বা চমৎকার ফ্লেভার হয়েছে। শোনো ভাই এর মধ্যে অন্যান্য উপদান না দেওয়ার জন্য নিষেধ করেছি এই কারণে চা পাতার একটা গুণাগুণ আছে এর সাথে অন্যান্য উপাদান মিশ্রিত হলে চা আর চা থাকতো না। এটা হয়ে যেতো চাটা মানে যে জন্য বলেন তার কোনো ফল আর পাওয়া যেতো না। বলতে না বলতে নানা ভাইয়ের গাড়ি অফিসের গেটে প্রবেশ করতে চা দাম মিটিয়ে আমিও নানা ভাইয়ের পিছনে পিছনে ঢুকে গেলাম। দোকান হতে আসার পথে পিছন ফিরে দেখছিলাম লোক গুলি আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি করছিলো। যার যা ইচ্ছে ভাববো গে মনে মনে গালাগালিজ করে যাক তাতে আমার কি। ছোট নানা ভাইয়ের অফিস রুমে বসতে না বসতে আমি পিছন হতে ছালাম দিলে। ছোট নানা ভাই হেসে এই যে টেনেটুনে বিএ পাস আর যেন কি ছন্নছাড়া বাদাইমা রাকিব শেষ টুকু মিলালো নানা ভাইয়ের সাথে। পরক্ষণে নানা ভাই এই যে ছন্নছাড়া বাদাইমা তোমার তো শুভ সংবাদ আছে তুমি তো (হেসে) ফ্রি ডিবি লাইন লটারি পেয়ে গেছো। তোমাকে আর পায় কে? বলেন কি নানা ভাই নানা ভাইয়ের অফিস ড্রয়ার হতে খামটি বাহির করে রাকিবের হাতে তুলে দিতে দিতে অবশ্য ইউএসএ-এর সিল ছাপ দেখে প্রথমত খুলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবং দেখলাম এ সত্যি আমি এখন হাতে পেয়ে কেমন যেন হয়ে গেলাম বিশ্বাসযোগ্য খাম বুকে জড়িয়ে একবার উপরের দিকে তাকিয়ে আবার নিচু হয়ে। রাকিব খুশিতে আত্মহারা। নানা ভাইকে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে নেয়। নামটি দেখো রাকিব আমরা একসময় হতাশা

হতে নিজের উপর আত্মবিশ্বাসকে কমিয়ে ফেলে। কিন্তু উপরাওয়ালা সব জানেন সব বুঝেন কখন তাকে কি দিলে বান্দা তার নামে ফরিয়াদ জানাবে। তাই উপরওয়লা প্রতি বিশ্বাস হারাতে নেই। ভেবে দেখছো কখনো তোমার মত লোক সুদূর আমেরিকা যেতে পারবে। দেখ আজ তোমার জন্য আল্লাহ তালা কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। নানা ভাইয়ের কথাতে রাকিবের চোখে জল চলে আসে এবং ককায়ে ককায়ে কাঁদতে থাকে। এখন আর কেঁদো না। বাড়ি যাও প্রস্তুতি নাও সময় কিন্তু কম। এখন রাকিব নানা ভাইয়ের হাত থরে চোখ মুছে নানা ভাই আমি যে আমেরিকার ভিসা পেয়েছি তা আমি আপনি ছাড়া ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবেন না। কেউ যেন না জানে। আমি আমেরিকাতে পৌঁছে বাবা নামে টাকা পয়সা পাঠালে তারপর জানাজানি হলে আর কোনো অসুবিধা নেই। তার আগে হামিদের আর সিতারা বিয়ে দিনক্ষণ নিদারণ করতে হবে। রাকিব পাগলের মত হয়ে হয়ে গেলো। রাকিব একি তোমার আবস্থা। নানা ভাই হাতে মাত্র ৫দিন আছে এর মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। নানা ভাই আর একটা আবদার করবো। হা করও বুঝিছি টাকা পয়সা নানা ভাই আপনি না বলার আগেই কি করে বুঝতে পারেন আরে ভাই এমনি এমনি কালা চুলতো আর পাক ধরে নাই। শোন নানা ভাই তোমার জন্য তোমার নানা ভাই অনেক টাকা রেখেগেছেন রেখেছেন তো ভালো। মার টাকা আমি কানা কড়িও নেবো না। যা মার তা মার জন্যই থাকবে। পরবর্তীতে আমি আমেরিকার হতে ফিরে এসে সব এতিম খানা খুলে সব মায়ের নামে দান করে দেবো্ আমি যে আপনার নিকট হতে এ মুহূর্তে টাকা নেবো তা সমেত ফেরত দিয়ে দেবো্ তুমি যা ভালো বুঝবে করবে এতে আমার বলার কিছু নেই। ছোট নানা ভাই একটি চেক বই বাহির কর ছয় লক্ষ টাকার একখানা চেকের পাতা তুলে দেই রাকিবের হাতে এখন এই ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো তোমার যদি আরও লাগে প্রয়োজনে এসে নিয়ে নেও কেমন। রাকিব আর মনে হয় প্রয়োজন হবে না যা দিয়েছেন অনেক যথেষ্ট। রাকিব দেরী না করে একটা রিকসাতে উঠে হামিদের অফিসে আসে। হামিদের অফিসে এসে রাহাতকে নিয়ে হামিদের কক্ষে গিয়ে জিজ্ঞেস করে হামিদ তোর সময় হবে আমার সাথে কথা বলার। কেন কাজের মাঝে হাত দিয়ে চেয়ার দেখালে বসে পড়ে। রাকিব কোনো সময় না দিয়ে বলো দেখ হামিদ আমার হাতে সময় খুব কম তাই এর মধ্যে তোর আর সিতারার বিয়ে সম্পন্ন করতে চাই। একটু দম ধরে আগামী ম্যাসের ৫ তারিখ তোদের বিয়ে তারিখ নির্ধারণ করেছি হাতে আছে মাত্র পাঁচ দিন এর মধ্যে হামিদ রাকিবকে। না এর বাইরে আর কোনো কথা হবে না আগামী কালকে শুক্রবার তোদের অফিস বন্ধ। তাই কেনা কাটাও সময় একদিন। তোর গাড়ি পাঠিয়ে দিস সকাল ১০টাতে আমাদের বাড়ি। যা যা বিয়ের জন্য দরকার কালকে তোর আর সিতারার পছন্দ মত কিনা কাটা করা হবে কেমন। তোরা থাক আমি আসি বলে ওদের আর কোনো সুযোগ না দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এর মধ্যে বাড়ি যাবার পথে চক জমা দিয়ে আপাতত ২.০০ টা লক্ষ টাকা তুলে এবং বাবার সাথে বিস্তারিত আলাপ করের জানালো যে আগামী মাসের ৫ তারিখে সিতারার বিয়ে দিন ধার্য করা হয়েছে। আর হে বিয়ে নিয়ে তোমার কোনো কিছুই ভাবতে হবে না আশা করি। ভালোভাবে বিয়ে সম্পন্ন হবে। বাবা কি বলছিস এখনতো সময় নেই টাকা তোলার বাকী কোনো টাকা তুলতে হবে না কাউকে কন্টিবিউট করতে হবে না যা কিছু করার আমি দেখবো। বাবাকে আর সময় দিলো না শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে চলে গেলো। বাবা হতভম্ব হয়ে অবাক দৃষ্টিতে বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে কি বলছে রাকিব যার চাকরি বাকরি কিছু নেই। যে নাকি বেকার সে সিতার বিয়ে এতোগুলো টাকা খরচ করবে কোথা হতে কোথায় পাবে টাকা। ছেলেটি মনে হয পাগল হলো শোক দুঃখে পাগলামি করছে। আবার আমার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা কোথা হতে পেলো কে দিলো এতো গুলি টাকা

আজ শুক্রবার জুম্মা নামাজের দিন তবুও হামিদা গাড়ি পাঠালে সেই গাড়ি করে। রাহাত, রেফাত, সিতারা, রাহাতের স্ত্রী চুমকি আর আমি এবং হামিদ বাসার সামনে হতে ড্রাইভার পাশের সিটে বসবে না। প্রথমত কমিনিটি সেন্টার ভাড়া কমিনিটি মধ্যে খাবার দাবার ডেকোরেটর সহ যা লাগবে এমন কি গেট সাজানো বর কনের স্টেজ সহ যত প্রকার ফুলের ঝার লাইটিং ফুলের ঝার লাইটিং করে দিয়ে সব মিলিয়ে চুক্তি করা হলো এবং কিছু টাকা অগ্রীম প্রদান করা হলো। তারপর হামিদের সর্ব প্রকার পোশাক আংটি বা হাতেও রেকাতে কাপড় চোপড় রাহাতের স্ত্রীর শাড়ি কাপড় সর্ব শেষ সিতারার বিয়ে যা যা প্রয়োজন গহনা হতে শুরু ওর পছন্দের সব কেনাকাটা করা হলো। জুম্মা নামাজের আযান হলো নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়ার জন্য ভালো উন্নত মানের একট রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক টেবিলে সিতারা আর হামিদ অন্য বড় এক টেবিলে আমি সহ ভাই ভাইয়ের বৌ বসলাম। তবে এই ক্ষেত্রে হামিদ উঠে এসে জানালো যে এখানে যা খাবে আমি অর্ডার দেবো। রাকিব কেন হামিদ না কোনো কথা হবে না। ওদের খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলো এরই ফাঁকে সিতারা আর হামিদ আলাপচাতিা মাঝে মধ্যে একবার হামিদ একবার সিতারা হাসছে। আল্লাহ রহমতে জুটি দুটি মানায়েছে ভালো। ইতোবসরে বিয়ের কাউ ছাপিয়ে দাওয়াতও দেওয়া বা হয়ে গেলো। এর মাঝে হামিদ এসে দুইদিন রাহাতে বৌসহ সিতারাকে নিয়ে গিয়ে আবার ও প্রস্তুত পরিমান জিনিস, গহনা হতে শুরু করে বাড়ির সকলের আত্মীয় স্বজনের যাকে দেবার তাদের জন্য কেনাকাটা হলো। ছোট বোনের বিয়ে বলে কথা। ছোট বোনের বিয়ে বলে কথা। রাকিব এতো আয়োজন করেছে যে ৪/৫ দিন আত্মীয় স্বজন থেকে বিয়ে উপভোগ করবে তাতে কোনো ঘাটতি হবে না। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য এক এলাহী কাণ্ড কারখানা শান্তিপুর। এর সকলের মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেছে টেনে টুনে বিএ পাস ছন্নছাড়া বাদাইমা বড় ভাই নাকি একাই ছোট বোনের বিয়ের সমস্তখরচ দিতেছে, আবার কেউ কেউ কানাঘোষা করছে এতটাকা পেলো কোথা হতে রাকিব। আমার অনেকেই আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার আছে কি যার যার ব্যাপার তারা তারা বুঝে নেক তাতে আমাদের আসে যায না অনেকে তা ঠিক।

আরাম্ভরের মধ্যে দিয়ে শুরু হতে শেষাবধি মানুষের হাসি খুশি আনন্দের ভিতরে বিয়ে কার্য সম্পন্ন হলো। এর মধ্যে সিতারাকে তুলে দেবার দিবসে রাকিব আগে ভাগেই আলাদা একটি কার ভাড়া করে রেখে বিয়ের সরঞ্জামের সাথে নিজের কাপড় চোপড় ব্যাগ ব্যাগ কাগজ পত্রাদী একটি বড় লাগেজের মধ্যে নিয়ে। বিয়ের অনুষ্ঠানে এ্যাটেন্ড করে এবং যার যেকানে পাওনাদি চুকিয়ে ছোট নানা ভাইয়ের হাতে ৭০ হাজার টাকা পরবর্তী অন্যান্য আচার আচরণের জন্য রেখে একবার সিতারার কাছে গিয়ে মাথা হাতিয়ে বুক জরায়ে তুই তো হামিদের সাথে চলে ফিরে এ কদিন দেখেছি আমার বিশ্বাস তোরা দুজনই ভালোই থাকবি। আজকের পরে তো আর এভাবে দেখতে পারবো। আল্লাহ তোদের মঙ্গল করুন। বলে ১০ হাজার টাকা সিতারার হাতে গুঁজে আমাদের বাড়িতে চাকর বারক অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আছে গেট ধরলে দিতে হতে পারে তুই রেখে দে অনেক আপত্তি সত্ত্বেও সিতারা নিলো পুনরায় হামিদ ওকে একই কথা বলে আমার খুব আদরের বোন দেখে রাখিস ভাই। ওকে কষ্ট দিস না কষ্ট দিলে মন করবি সে কষ্ট আঘাত আমাকে দেওয়া হবে। বাবা কাছে এসে বাবা গাড়ি রাখা আছে ওদের বিদায় করে তোমরা চলে এসো আমার একটু শরীর খারাপ লাগছে আমি চলে যাচ্ছি। বাবা কিছু না বুঝে আচ্ছা সাবধানে যাচ্ছিস। পুনরায় নানা ভাইয়ের কাছে এসে সময় প্রায় শেষ আর সময় দিতে পারছি না। তাহলে আমি নানা ভাইকে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে রেডি করা কারে চেপে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেলো। সিতারাকে বিদায় করার মুহূর্তে রাহাত রেফাত সহ

অনেকেই রাকিবকে খোঁজাখুঁজি করছিলো। কিন্তু বাবা এসে বললেন রাকিবের শরীর খারাপ বলে চলে গেছে।

সিতারাকে হামিদের হাতে সাজানো গাড়িতে তুলে দিয়ে ওরা বলে যাওয়ার পর সবাই যার যার গন্তব্যে চলে গেলো। এরপর ১/২/৩/৪ করে মাস চলে যাচ্ছে শান্তিপুর শহরে রাকিবের পায়ের ছোঁয়া পড়ে নাই, নেই কোনো আশেপাশে আনাগোনা। নেই কারও বিপদে সাহায্য করার মতো লোক। কোথায় যে রাকিব হারিয়ে গেলো। রাকিবের কথা ভেবে ভেবে বাবার চোখ দিয়ে নিবৃতে একাকী বসে অশ্রু পড়তে পড়তে যেন অন্ধের মতো হয়ে গেছে। ছেলেটি আমাকে এতো ভালোবাসতো এতো শ্রদ্ধা কররতো নিজের কষ্ট চেপে আমার বিপদ আপদে সব সময় সাহায্য করতো। সিতারার বিয়ে একাই সামলিয়ে টাকা পয়সা কোনো কিছুতেই কোথাও কোনো ঋণ করে যায় নাই বলে রাহাতের মা কেঁদে ফেলে। আসলে ছেলেটাকে না বুঝে না শুনে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। জানি না এই অন্যায় অপরাদ আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন কি না। বাবা দ্বিতীয় মা, ভাইবোন সকলে সহ সর্বদা চিন্তা করে বড় ছেলে গেলো কোথায় দাদা ভাই কেন আমাদের ছেড়ে কোথায় হারালো। কি হয়েছিলো দাদা ভাইয়ের। এ নিয়ে বাজার ঘাট দোকান পাটে শুধু রাকিবকে নিয়ে আলাপ আলোচনা।

রাকিব আমেরিকাতে গিয়ে ভালোই আছে ভালো জব পেয়েছে। চাকরি ব্যস্ততায় কেটে গেছে ৬/৭ মাস। একদিন ব্যাংকে গিয়ে একাউন্ট চেক করে কত টাকা জমা হয়েছে জেনেই এবং হিসাব করে ছোট না না ভাইয়ের ছয় লক্ষ আর দশ হাজার বাড়ির জন্য আপাতত তিন লক্ষএই মোট নয় লক্ষ দশ হাজার টাকা পাঠানো যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক অফিসারের কাছে গিয়ে ইংরেজিতে কথা বুঝিয়ে নয় লক্ষ দশ হাজার টাকা নানু ভাইয়ের নামে প্রেরণ করে এবং কি কি করতে হবে আলাদাভাবে পত্র সেও নোটের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলো। রাকিব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করে। এই সুদূর প্রবাসে কেউ কারো আপন নয় কেউ কারো আত্মীয় স্বজনও নয়। সেই করবে তো। পৃথিবীতে যেমন মা গর্ব হতে দুনিয়ার আলো বাতাস দেখেছি এমনি মারা গেলে কবরে থাকতে হবে একা। ঠিক বিদেশেও তদ্রূপ।

কয়েক দিন চলে যাবার পর একদিন সকালে বাড়ির সামনে গাড়ির শব্দ রাকিবের বাবা শুয়ে ছিলো উঠে চিন্তা করলো এতো সকালে তো সিতারারা এ বাড়িতে বেড়াতে আসে না। হঠাৎ কে এলো। নিজের কক্ষ হতে বাহিরে আসতেই ছোট শ্বশুর আব্বা মানে রাকিবের ছোট নানা ভাই আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উপস্থিত। শ্বশুরকে দেখে দ্রুত ভেতরে ছালাম গিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানায় এবং যথারীতি এসে বসলে রাহাতের মাকে ডাক দেয় কে এসেছেন দেখ। রাহাতের মা হতভম্ব হয়ে এসে ছালাম করে উঠে ছোট আব্বাকে সেই যে সিতারার বিয়েতে দেখেছিলাম আর আজকে রাহাতের মায়ের কথার প্রেক্ষিতে। কি আর করবো মা একা মানুষ নানাবিধ ঝামেলা সব সময় লেগে থাকে। এর মধ্যে রাকিবের বাবাকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি রাকিবের খোঁজ খবর পেয়েছো রাকিবের বাবা কি করে পাবো বলুন যে একবার নিজের হতে হারিয়ে যায় তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিন ছেলেটা আমার সাথে মিথ্যে অভিনয় শরীর খারাপের সেই যে কথা বলে চলে গেলো আর ফিরলো না (কান্না কণ্ঠে)। রাকিবের নানা ভাই (হেসে) আমি পেয়েছি রাকিবের বাবা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্বশুরের কথা শুনে যে পৃথিবীর স্বর্গ পেলো। আরে বসোা বসো রাকিব কোথায় গেছে কি করছে কবে গেছে সব জানতাম আমি। ও আমাকে হাত ধরে প্রতিশ্রুতি করেছিলো যেন যে পর্যন্ত ঋণ শোধ আর বাবা মাকে খুশি করতে না পারবো এবং টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা না করতে পারবো ততদিন কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলো। আজ তা পূর্ণ হওয়া আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলো। আজ

শোন রাকিব তোমাদের জন্য কি করে গেছে। আমার হতে ছয় লক্ষ দশ হাজার টাকা নিয়ে সিতারা বিয়ের পেছনে খরচ করে গেছে এবং পরে ৭০ হাজার টাকা যা তোমার হাতে দিয়েছিলাম যে কারণে যা পরবর্তীতে সিতারা জামাই এলে খরচের জন্য। বাবা দ্বিতীয় মা দুজনেই কেঁদে উঠে এই শুনে কেঁদে উঠলে এই যে দেখছো এখানে তিন লক্ষ টাকা রয়েছে যা তোমাদের ইচ্ছামত খরচের জন্য পাঠিয়েছে এবং তোমরা যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারো তাই আগামী প্রতি মাসের শেষে সপ্তাহে হতে টাকা আসতে থাকে। এতো কিছু শুনতে চাই বাবা আমার ছেলেটি এখন কোথায় আছে বলুন বাবা বলুন। আমেরিকায়। রাকিবের বাবা আর দ্বিতীয় মা কথা শুনে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করে।চিৎকার করে বলতে থাকে শুনেছো শুনেছো তোমরা যারে টেনে টুনে বি্ পাস ইংরেজি বাংলা ভালো জানে ছন্নছাড়া বাদাইমা সে এখন কোথায় আছে জানো তোমরা জানো সুদূর আমেরিকায়। আমেরিকায় গো আমেরিকায় শ্বশুরের ২/৩ টাকা নিয়ে এ্ই যে দেখছো রাকিব আমেরিকা থেকে আমাদের জন্য তিন লক্ষ টাকা পাঠিয়ে বলতে বলতে হাউমাউ করে খুশিতে আত্মহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদেত মাটিতে বসে পড়ে। হ্যাঁ আল্লাহ আমার গর্বের হিরা মানিককে আমরা চিনি নাই। দেখে যাও দেখে যাও তোমরা আমার ছন্নছাড়া বাদাইমা কত টাকা বাবা মাকে দিয়েছে। বাহির হতে বাড়ির ভেতরে চিৎকারের আওয়াজ শুনে পাশেপাশের অনেক লোকজন এসে ভিড় জমাতে থাকে এবং উপস্থিত নাম ধরে ডেকে ডেকে বলে আমার রাকিব দেখো কত টাকা আমাদের জন্য পাঠিয়েছে তিন লক্ষ টাকা। রাকিবের বাবার সাথে দ্বিতীয় মাও কাঁদে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে এ যেন আনন্দ অশ্রুর ঝড় বয়ে গেলো। এইভাবে বুঝি প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে বাবা-মার সন্তানের টাকা আর উন্নতি দেখে উদ্বেলিত হয়।

এতক্ষণ রাকিবের ছোট নানা ভাই বসে বসে এই সকল দৃশ্য অবলোকন করতেছিলেন। আসলে যে ছেলেটি সমাজে শুধুই অবজ্ঞা লাঞ্ছনা গঞ্জনা প্রতিনিয়ত পেয়েছে বা পরিবারের অভিযোগ যাকে মানুষের মধ্যে ছন্নছাড়া বাদাইমা বলে গালমন্দ করেছে অথচ সেই ছেলেটি যে একদিন সমাজ ও পরিবারের জন্য অনেক বড় কিছু হতে পারে তা রাকিবের মাধ্যমে বিধাতা দেখিয়ে দিলেন। কাজেই কাউকে কোনো ভাবে ছোট করতে নেই কিংবা ছোট করে ভাববার অবকাশ নেই। প্রয়োজনে যেমন একটা বট গাছেরও ছায়া নেবার দরকার হয় আবার তেমনি ছোট ছোট পাঁচ মিশালীর পাতাও দরকার হয় কোনটাই কোন কিছু ফেলে দেওয়া যায় না। রাকিবের বাবা উদ্দেশ্যে করে শোনো আমি এখন আসি তোমরা আমার এখানে এসো। রাকিব আবার ওর মার নামে এতিমখানা খুলতে বলেছে। তাতে অনেক গরিব ছেলেমেয়ে ফ্রি খেয়ে দেয়ে পড়ালেখা করে নিজের পায়ে দাঁড়াকেত পারে। রাকিব নানা ভাই লোকজনের উদ্দেশ্যে বললেন দেখুন আজ এমন যদি গরীব ছেলে মেয়ে থাকে যারা পয়সার অভাবে পড়ালেখা ভাত কাপড় বরণ পোষণ করাতে পারছে না তাদের কে এতিমখানায় রেখে যা যা বলা হলো বিনা পয়সায় ব্যবস্থা করা হবে। রাকিব এতিমখানার সমুদয় খররচ দিবে। উপস্তিত সকলের মধ্যে গুঞ্জন হতে থাকে এবং রাকিবের এই কার্য সবাই মহিত উদ্যোগ বলে সকলে প্রশসা করে এবং উপস্থিত সকলে একত্রে রাকিবের সাথে আমরা সহযোগিতা করবো। দেখো মিয়া মানুষ যাকে নিন্দায় আল্লাহ তালা তাকে দিয়েই পিন্দায়। সকলে ঠিক ঠিক।

রাকিব এর মধ্যে একের পর এক স্কুল, কলেজ, এতিমখানা মাদ্রাসা মসজিদ রাস্তা ঘাট যেখানে যা অসম্পূর্ণ ছিলো শান্তিপুরে সব করে শান্তি স্থাপন করে দেখালো। এখন রাকিবের জন্য শান্তিপুরের মানুষ দোয়া করে দুহাত উঠিয়ে বিধাতার কাছে। যেখানে অভাবী মানুষ সেখানে রাকিবের স্বেচ্ছাসেবক টিম গিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে যার যা প্রয়োজন সে চাহিদা মিটানোর চেষ্টা করে দিয়ে আসে। রাকিব এসব কাজ তার প্রতিষ্ঠানের ছেলে মেয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা

করে থাকেন এরাই স্বেচ্ছাসেবক। বলা দরকার যে, রাকিব এর মধ্যে ছোট ভাই রেকাত সহ তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী ঝুমুরকে আমেরিকায় নিয়ে চাকরি দিয়েছে ঝুমুর শিক্ষিত মেয়ে এমএ এবং টেকনিক্যাল বিষয়েও ডিগ্রি একাদিক তার রয়েছে বিধায় ওদেরর আমেরিকার মত জায়গাতে চাকরি পাওয়াতে দিয়ে বেগ হয় নাই। রাকিব আমেরিকাতে যে কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে সেই কোম্পানির মালিক রাকিবকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে তার সাথে ভালো এবং স্নেহ ও করেন। রাকিবের প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত। তাই বলি রাকিবের এই দেশের মাটিতে ভুলের কারণে চাকরি চলে গেছে একাধিক বার আর সেই রাকিব বিদেশের বাড়িতে প্রচুর সম্মান অর্জন করেছে একের পর এক আসলে কথায় আছে না আমাদের দেশে যাদের জুতা মারি বিদেশে তাদের পায়ে হাত ধরে ছালাম করে। এই জন্য মেধাবী শিক্ষিত মানুষ এদেশ হতে চলে গিয়ে কাজের প্রাপ্য মর্যাদায় বসবাস করেন। এই হলো পার্থক্য।

রাকিবের অবস্থান প্রায় ৩/৪ বৎসর হয়ে গেছে আমেরিকাতে। যে কোম্পানিতে চাকরি করেন সেই কোম্পানির মালিক রাকিবকে গাড়ি বাড়ি দিয়েছে এখন আর কোনো চিন্তা নেই। এখন কারি কারি টাকা আর টাকা। রাকিব মাঝে মধ্যে বন্ধের দিনেও কাজ করে বলে মালিক খুশি হয়ে বেতন দ্বিগুণ করে দিয়েছে। মালিক রাকিবকে যেখানে যে কাজে যখন যতটা সময় যেতে বলে রাকিব তার আগে গিয়ে হাজির হয়ে যায়। মালিক একেক একেক সময় রাকিবকে পরীক্ষা করার জন্য রাকিবের আগে গিয়ে হাজির হয়ে গোপনে ফ্যাক্টরির অন্য স্থানে অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ করেন। পরে অবশ্য মালিকও গিয়ে রাকিবের সাথে কাজে সম্পৃক্ত হয়।

একদিন রেফাতের বাসাতে যাওয়ার জন্য সেই সূত্রে বাসা হতে গাড়ি নিয়ে রাস্তা নেমেছে ঠিক এখন একজন লোক দাঁড়িয়ে, ভিষণ পরিচিত মন হওয়ায় কাছে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে গাড়ি হতে নেমে দেখি সেই চেনামুখ যিনি হোটেলে কাজ দিতে না পেরে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাঁচশত টাকা দিয়েছিলেন তিনি আশ্চার্য হয়ে আমি এগিয়ে ছালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে অভাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইংরেজিতে মানে বাংলা করলে তুমি বাবা কে। চাচা আপনার মনে নেই আমি সেই আপনার সাথে চাকরি না দেওয়ার জন্য গণ্ডগোল করে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাঁচশত টাকা নিয়ে চলে এসেছিলাম। হ্যা তাইতো মনে পড়েছে। দেখছো বাবা এতো দিন পরে তুমি মনেন রেখেছো অথচ দিব্যি বেমালুম আমার মনে নেই ভুলে বসে আছি। রাকিব আসুন এখানটাতে বসি বলতে বলতে এখন সেই পাঁচশত টাকা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। মানিব্যাগ পকেট হতে বাহির করে এই সেই টাকা। এই টাকা আমার ভাগ্যের চাবি খুলে দিয়েছে বলেই আজ আমি আমেরিকা প্রবাসী। আর আমি পুনরায় হোটেল ব্যবসা করতে দেশের মাটিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছি শুধু ফিরেই নয় তোমার চাচিকে হারাতে হয়েছে। কি বলছেন হ্যা কেন যে নিজের দেশে গিয়েছেলাম অবশ্য তোমার চাচি যেতে চাইছিলো না আমি জোর করে নিয়ে হারাতে হয়েছে এক্সিডেন্টের মধ্যে দিয়ে। সে যাক তুমি কি করে এলে আমেরিকাতে। সে অনেক কথা। ও তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি এই শপিং মহলে আমার ছেলে হাবিব মেয়ে রিকতা গিয়েছে কিছু কেনাকাটার জন্য তাই আমি বড়া মানুষ ছেলে মেয়ের সাথে না গিয়ে বাহিরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রাকিবের মনে পড়ে যায় যেদিন চাচার চাকরির জন্য গিয়ে পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই একটি মেয়ের সাথে আমার ধাক্কা লাগাতে আমি সরি বলাতে আমার দিকে তাকিয়ে ইস ইটস ওকে. ধাক্কা লাগতেই পারে আমিও ধন্যবাদ দিয়ে চলে আসতেই ওয়েল কাম শব্দটি উচ্চারণ করেছিলো। তবে এখন মনে করেছি কেন সেদিন আমার ধাক্কা লাগার অপবাদে মারধর করতে পারতো যদি নাও করতো তবে অবশ্য বকাঝকা গালাগালি শুনে বিদায় নিতে হতো। আসলে আমেরিকার মত দেশ হতে পড়ালেখা করে গিয়েছিলো বলে শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার এখান হতে পেয়ে গিয়েছে। চাচা আমাকে ভাবতে দেখে মনে হয় কিছু ভাবছেন। না ভাবছি তোমার জন্য

কোথার জল কোথায় এসে মিশে। চাচা জানতে চাই যদি কিছু মনে না করেও তুমি কোন স্টেটে আছো। রাকিব হাত দিয়ে দেখালো এই কাছেই। ঐ তো আমার বাড়ির গেট দেখা যাচ্ছে। ও আচ্ছা আমি কার্ডবাহির করে রাকিবের হাতে দিতে না দিতেই চাচার ছেলে হাবিব আর মেয়ে রিক্তা এসে বাবা তুমি এখানে বসে আর আমরা তোমাকে তন্য তন্য হয়ে খোঁজাখুঁজি করছি। দেখেই মনে হলো রিক্তার চেয়ে হাবিব ছোট অবশ্য লম্বাচুরা হাবিব তার বাবার মত আর রিক্তা কিছুটা খাটো তবে ততোটা নয়, হবে হয়তো পাঁচ ফুট চার সাড়ে চার ইঞ্চি। ওরা আসতে দাঁড়িয়ে পড়ে চাচা (হাবিব ও রিক্তাকে উদ্দেশ্য করে) তোদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই রাকিব আমাদের দেশের ছেলে এখানে জব করছে এই কাছেই বাসা। রিক্তা রাকিবের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশিপ করে নেই পাশাপাশি হাবি ও ঐ একই কাজটি করলো। রাকিব রিক্তাকে মনে করিয়ে দিয়ে আমিও আপনাকে চিনি। আমি সে দিনের কথা বললে আপনারও মনে পড়ে যাবে ঐ দিনের ঘটনা। রিক্তা আপনি আমাকে চেনেন হাও ফ্যান্টাস্টিক। তবে বলুন শুনি। দেখতো তো মনে পড়ে কি না যেদিন সেই বিকাল বেলার কথা। আপনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলেন আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সিঁড়ির পাশ কম থাকাতে দ্রুত আপনি উপরে উঠতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বলেছিলেন বলতেই রিক্তা হেসে ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। হা তাই তো বাসাতে আসবেন আর একটু সময় কম বলে আপনাকে সময় দিতে পারলাম না কারণ আমিও বাবা ও ভাইকে নামিয়ে বাসতে। আমি আবার কাজে মানে জবে যাবো। না না ঠিক আছে। আজ আমারও সময় কম এই পাশের টাউনে আমার ছোটভাই ও তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। আজ বন্ধ তাই যাচ্ছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে চাচাকে দেখে নেমে আলাপ চারিতা হলো তাই বলতে আছে না দেশের একটা পুতুল দেখলে মনে হয় এই পুতুল আমার দেশের যতই হানাহানি মারামারি করি না কেন বিদেশেতে একসাথে সবাই মিলেমিশে বসবাস করি। অনেক দেখুন দেশে একজন আরেক জনকে দেখতে পারি না। রিক্তা বা আপনিতো চমৎকার কথা উদাহরণ দিলেন। আরে জানে না তো দেশের বাড়িতে আমার কি পদবী ছিলো। পাশ হতে হাবিব হ্যাঁ বলুন বলুন কি পদবী- কম বেশী ছোট বড় সবাই আমাকে দেখলেই এ দেখ টেনেটুনে বিএ পাস ইংরেজি বাংলাতে ভালো ছন্নছাড়া বাদাইমা। চাচা সহ সকলেই হেসে উঠে। অন্য কারুও উপর নজর না দিয়ে রিক্তার মুখের দিকে নজর দিলাম। অন্যরকম দুর্লভ অবয়ব হতে মিষ্টি হাসি দেখে মন হলো বিশ্ব প্রতিযোগিতাতে নাম লেখালে এক কথায় ও বিশ্ব সুন্দরীতে ফাস্ট। কথায় কথায় রাস্তার পাশে পার্কিং-এ দাঁড়ানো রিক্তাদের আর আমার গাড়ি ইতোমধ্যে যার যার গাড়িতে উঠেই বিদায় নেওয়া হলো। রিক্তা ড্রাইভ করছিলো আর আমার টায় আমি রিক্তা যেতে যেতে বাসায় আসবেন কিন্তু। বাতাসে সাথে কথাগুলো ভেসে ভেসে আমার হৃদয় স্পন্দনে স্পন্দিত হতে লাগলো। রবি ঠাকুর চিরচরিত কথা যেতে নাহি দেবো তবু যেতে দিতে হয় তবে আমার কথা আজ না হয় দিয়েছি নিজেকে ছিড়ে কেটে রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড হতে কিন্তু সামনের বাকী দিন আসবে তুমি আমার হৃদয়ে সারা জাগাতে। তোমার যে আসতেই হবে তা না হলে মনে কেন সুবর্ণ সুকলার মাটি বাতায়নে বক্ষে সারথী হয়ে দোলা দিলে

এদিকে আজ হামিদ মানে সিতারার ছেলে রতির জন্ম দিন পালিত হলো দুমদাম করে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অফিসিয়াল স্টাফ কালিক রাখতে পরিবারে সকলে বাবা মা সহ। এই অনুষ্ঠানের সমুদয় খরচ রাকিব বোন সিতারার কাছে পাঠিয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকার উপরে। সিতারা হামিদ মেজো ভাই বাবা মা সকলের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে কথোপকথন হলো কথা হলো রতি সাথে আর শেখানো কথার মাধ্যমে শুধু রতি ব মামা ব মামা। রাকিব তাতেই খুশি আল হামদুলিল্লাহ বলে হামিদ, বাবার সাথে আর কিছুক্ষণ কথা বলে রেখে দেয় রাকিব টেলিফোন রাখতে চোখ দিয়ে

গড়গড়িয়ে জলে এসে ভরে গেলো। আসলে রাকিব খুব্ কোমল হৃদয়ের একজন মানুষ এর সমস্ত বুক জুড়েই লুকিয়ে আসে ভালোবাসা আর মমতা। সে কাউকে কষ্ট দিতে জানে না বা আঘাত করে কথাও বলতে পারে না। একদিন মালিকের নির্দেশে যে খান হতে ফ্যাক্টরির জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ খরিদ করে থাকে তার কোয়ালিটি পরীক্ষা বা দেখার জন গেলে দেখে সেই ফ্যাক্টরিতে রিক্তা মনোযোগ সহকারে কাজ করাচ্ছে। রাকিব রিক্তার কাছে না গিয়ে ফ্যাক্টরি অফিস কক্ষে বসেন ওখানকার এটেডেন্টকে বলে ঐ যে একটা মেয়ে দেখছো ওকে আমার নিকট ডেকে দাও সব সময় ইংরেজিতে বলছি রাকিব। বলতে হবে যে রাকিব ইতোপূর্বেও একাধিকার এসেছে কিন্তু রিক্তাকে নজরে পড়ে নাই। যাইহোক রিক্তা এসে রাকিবকে মালিকের চেম্বারে দেখে অবাক আপনি। আপনি এই ফ্যাক্টরিতে। মানে রাকিবকে দেখে রিক্তা মহাখুশি মনে হলো আকাশের সূর্য পেলো। যেকথা মনে হয় বলা হয় নাই এখনো রাকিব যে সুপুরুষ সুন্দর আমেরিকায় এসে ভালো মন্দ খেয়ে আর সুন্দর দেখাচ্ছে। রিক্তা কি বলবে না বলবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। পরক্ষণে কই এতোদিন পার হয়ে গেলো আমাদের কটেজে এলেন না। বাবা ঐ কদিন অন্ততপক্ষে শত শতবার স্মরণ করেছেন। তাই আসলে যাওয়ার ইচ্ছা একশত ভাগ ছিলো মনেও হয়েছে অনেক কিন্তু বুঝতেই তো পারেন এখানে ছুটির দিন ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। যে দুটি ছুটির দিন পেয়েছিলাম একদিন মালিকের কাজে ব্যয় অন্য দিন আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা মানে বুঝতেই পারেন মেয়েলি। ও আচ্ছা কোনো কৈফত চাইবো না আপনাকে দিতে হবে না। সামনের ছুটিতে আপনাকে আমাদের কটেজে দেখতে চাই। এটাই শেষ কথা। রাকিব আচ্ছা এখানে বুঝি কাজ করছেন। হ্যাঁ আগে বাবা করতেন এখন আমি করি। এই ফ্যাক্টরির মালিক বাবার অসুস্থতার জন্য এই দয়াটুকু করেছেন। সুযোগটুকু দিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে বাবাও এসে কাজ করেন। এ ফ্যাক্টরির সুপার ভাইজার এলে রিক্তা মালিকের সাথে বাবার ২৫/৩০ বৎসরের সম্পর্ক। রাকিব ও আচ্ছা (এর ফাকে নিয়ে আবার বিদায় নিয়ে আবার দেখা হবে খোদা হাফেজ। রিক্তা খোদা হাফেজ বলে নিজের কাজে ফিরে যেতে যেতে একবার রাকিবের দিকে চেয়েছে। এর মধ্যে রিক্তা রাত্রি এগারোটা রাকিবের কটেজে হন্ত দন্ত হয়ে প্রবেশ করতেই নজরে পরে রাকিবের। রাকিব মনে মনে চিন্তা করে আমি একজন পুরুষ মানুষ আশে পাশের কে কি ভাবে রিক্তার এভাবে আসায়। ভাবতে ভাবতে রিক্তা কলিংবেলের সুইচে চাপ দিলেই বেজে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এসে দরজা খুলে দিলে রিক্তা ভিতরে যেতে যেতে। এই মুহূর্তে আপনাকে আমার ভিষণ প্রয়োজন আমার ভাই হাবিব এখনো ডান বাম কোনো কিছুই বুঝে না তাই আপনার সাহায্য না পেলে আমি একা একা মেয়ে মানুষ বাবাকে সামলানো সম্ভব নয়। কেন কি হয়েছে আপনার বাবার। হঠাৎ যেন কেমন করছেন। মা মারা যাবার পর এই রোগটা বাবাকে পেয়ে বসেছে। রাকিব কাল বিলম্ব না করে পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে গাড়ি এনেছেন। রিক্তা না ট্যাক্সি ক্যাপ ধরে। ও আচ্ছা আসুন বলে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে রিক্তাকে তুলে ছুটে চলে এলো রিক্তাদের কটেজের অভিমুখে। সেখান হতে রিক্তার বাবার খারাপ অবস্থা দেখে নিয়ে চলো হসপিটালে। সারারাত ভরে চিকিৎসার পর সকাল ছুঁই ছুঁই এ অবস্থায় ক্যাবিনে এনে রেখে যান। সারারাত যখন ওরা দুজনে ছিলো অনেক নানাবিধি বিষয় নিয়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে রিক্তার বাবার শারীরিক খোঁজ খবর নিতেছিলো। অনেক কথার আলাপ চারিতায় রিক্তা রাকিবকে জিজ্ঞেস করে আপনার বাসাতে কাউকে দেখতে পেলাম না। রাকিব কেন আসবাব পত্র দেখেন নাই আসলে নিজের বলে কেউ থাকলে তো দেখবেন। কেন এতোদিন এখানে আছেন আপনার বৌ ছেলেমেয়ের নিয়ে আসেন নি যে। রাকিব ছেলেমেয়ে তো দূরে থাক এখনো বৌ এর দেখার খোঁজ নেই জীবনে তার উপর ছেলেমেয়ে কেন আপনার না ছোট ভাইরা বিয়ে করেছেন আপনি। ঐ যে সেদিন বলেছিলাম টেনে টুনে বিএ পাস ইংরেজি

বাংলা ভালো জানি ছন্নছাড়া বাদাইমা। মানে মানে বুঝলেন না এই উপাধীতে আমার সম্বোধনের জন্য পাই নাই। পেয়েছি চাকরি পেয়েও চাকরি করতে পারিনি কদিন যেতে না যেতে হয় চাকরি আমি ছেড়েছি না হয় চাকরির অফিস হতে ছাটাই করেছে। রিক্তা মনে যদি না করুন তবে নির্লজ্জের মতো একটা প্রশ্ন করি। হ্যাঁ করতে পারেন। আপনি কখনো প্রেম করেননি কিংবা প্রেমে পড়েননি কোনো মেয়ের (কথা শেষ না হতে) রাকিব খানিক্ষণ চুপ থেকে আপনাকে মিথ্যে বললবো একটা মেয়ে আমার জীবনে এসেছিলো তবে প্রেম কিনা জানি না। কিন্তু মেয়েটির সম্বন্ধে পড়ে জানতে পারলাম মিথ্যেবাদী ফ্রট তাই আর প্রেমের রশি বেঁধে গলাতে ঝুলানো হয় নাই। (পরক্ষেণে) আপনি রিক্তা না সে সুযোগ হয়নি। কারণ কেরিয়ার বিল্ডারের জন্য পড়ালেখা করতে হয়েছে আমার এর মধ্যে মা মারা গেলো এখন নতুন করে বাবা মাঝে মধ্যে অসুস্থ থাকছেন। রিক্তা রাকিবের কথার প্রারম্ভে নার্স এসে (ইংরেজিতে) মানে আপনাদের লোক ক্যাবিনে যেতে বলছেন। বিলম্ব না করে ক্যাবিনে গেলে ডাক্তার বলে এখন বাসাতে নিয়ে যেতে পারেন। আউট অব ডেঞ্জার। আমি ডিসচার্জ লেটার দিয়ে দিচ্ছি আসুন। রিক্তা ডাক্তারের সাথে যেতে উদ্যত হয় কিন্তু হাত দিয়ে রাকিব বারণ করে ডাক্তারের সাথে নিজেই চলে যায় এবং একদিনে ট্রিটমেন্ট ক্যাবিন ভাড়াসহ যা যা বিল সমুদয় রাকিব তার ক্রেডিট কার্ড দিলে তার একাউন্টস হতে কার্ড পান্স করে উসুল করে নেয়। এরপর ক্যাবিনে এসে রিক্তাকে বাবা বলে তোমার তো গাড়ি নিয়ে আসো নাই। না বাবা তোমাকে তো রাকিবের গাড়ি করে হসপিটালে নিয়ে এসে ছিলাম। এখন তাহলে আমরা বাসাতে যাবো কি করে। কেন চাচা আমার গাড়িতে। রিক্তা তোমরা আমার গাড়ি নিয়ে যাও। রাকিব হঠাৎ রিক্তাকে আপনি হতে তুমি বলায় চোকে চোখ রেখে মৃদু হেসে তুমি। এই শুরু হয়ে গেলো প্রেমের নামে রেলগাড়িটা। তুমি আমি মানে এখান থেকে সরাসরি ট্যাক্সি ক্যাপ করে অফিসে। কারণ আমার অফিসে যাওয়ার প্রায় সময় হয়ে গেছে (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) যে সময় আছে তাতে অফিসের সময়ের আগেই চলে যেতে থাকবো। তোমার গাড়িকে নেবে। আমি এক সময় গিয়ে নিয়ে আসবো ও দেখা যাক। রিক্তা বাবা ইতোমধ্যে রাকিবের হাত ধরে উঠতে উঠতে মাঝখান থেকে তোমার এতোগুলি ডলার আমাকে ভালো করতে গিয়ে ক্ষয় হলো। এ কি বলছেন চাচা৷ আপনি সেদিন আমাকে ৫০০ টাকা দিয়ে যে উপকার করে ছিলেন তা আমার জীবন দিলেও পরিশোধ হবে না। আজ ঐ টাকার জন্য সুদুর আমেরিকাতে আসা। বাবা রাকিব কৃতজ্ঞতা বড় কঠিক আজ কাল কেউ রক্ষা করে না। বাবা তুমি সময় সময় এসো এলে ভালো লাগবে। রিক্তা গাড়ি ড্রাইভিং সিটে গিযে বসলো আমি চাচাকে ধরে গাড়িতে তুলে দিলাম এবং রিক্তা গাড়ি ড্রাইভ করে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

রাকিবকে রিক্তার পরিবারে পেয়ে রিক্তার বাবা মহা খুশি আর মনে মনে ভাবে রিক্তার জন্য এমনি একজন ছেলের প্রয়োজন ছিলো আল্লাহ তুমিই তোমার বান্দাকে বিমুখ করো না খালি হাতে ফিরিয়ে দাও না। মাঝে মধ্যে রাকিবের বাসাতে আসা যাওয়া হয় মাঝে মধ্যে রিক্তার পরিবারসহ ব্যাহিরের বেড়ানো হয়। মাঝে মধ্যে রাকিবের ছোট ভাই রেফাত এসে জয়েন্ট করে ওদের সাথে। কিন্তু রেফাতের স্ত্রী অসুস্ত থাকাতে আসতে পারে না। তবে সময় পেলেই রিক্তা গিয়ে আলাপ চারিতা করে সেই সাথে রেফাতের স্ত্রী ঝুমুরকে সঙ্গও দেওয়া হয়। রিক্তা এখন উভয় পরিবারের সেতু বন্ধন। রিক্তাকে পেয়ে রেফাত ঝুমুর খুব খুশি ওরা দুজনেই বলাবলি করে দাদা ভাইয়ের জন্য এবং আমাদের জন্য রিক্তা আপুর মতো গার্ডিয়ান প্রয়োজন। তা না হলে সকলে মিলে মিশে থাকা সম্ভব হবে না। আমরা এই আসা যাওয়ার এক পর্যায়ে রাকিবকে রিক্তার বাবা কটেজে ডেকে এনে বলেন দেখ বাবা এই সুন্দর আমেরিকার মত দেশে তোমাকে পেয়ে ভালোই হয়েছে। তোমার মতো ছেলেকে ওরা গার্ডিয়ান হিসাবে পেয়েছে। বাবা রাকিব তোমাকে একটা কথা

বলি বলতে পারো অসহায় পিতার দু'হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চেয়ে নেওয়ার মত। আমি জানি রিক্তা হাবিব তোমার কাছেই নিরাপদ আশ্রয়ের ঠিকানা। পাবে এবং ভবিষ্যতে ওদের তুমি নিজের করে ধরে রাখবে আমার বিশ্বাস। তোমাকে সরাসরি বলি। যত তারাতারি পারো আমার রিক্তাকে তোমার করে না ওকে বিয়ে কর। আমার শরীর স্বাভাবিক অবস্থাতে নাই মোটেই ভালো না যে কোনো সময় একটা কিছু হয়ে যেতে পারে তাই আমার চোখ বন্ধ হওয়ার আগেই তোমাদের দু'হাত এক সাথ করে দিতে চাই সেই সাথে হাবিবের দায়িত্ব তোমার নিতে হবে। আশা করি তুমি আমার কথা রাখবে না করবে না।

আপনি ওদের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা মোটেই করবেন না। যেহেতু আপনাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি অবশ্যই আমার শেষ জীবন থাকা পর্যন্ত আমি ওদের পাশে থাকবো ইনশাল্লাহ। আর উপরাল্লাহর দয়াতে আপনার কিছু হবে না। এতো ভাবাভাবি বাদ দিয়ে খান, বেড়ান ও ঘুমান আমি বলি আপনার কিছু হয় নি। রাকিবের কথার রেশ ধরে রিক্তা বাবাকে কত বুঝাচ্ছি তুমি আমাদের নিয়ে চিন্তায় চিন্তায় নিজেকে বিছানাতে ঘর করে নিচ্ছু কেন আমি চাকরি করছি আমরা ভালোই আছি। আমি বেঁচে থাকতে তোমার মৃত্যুর জম কাছে আসতে দেবো না ইনশাল্লাহ। রাকিব হাবিবকে কাছে টেনে আমার দুজন ছোট ভাই আছে ও যে আমার আরেক ভাই। আমি বেঁচে থাকতে হাবিবের সব চাহিদা পূরণ করা হবে প্রয়োজনে ওর লেখাপড়ার দায়িত্ব আমার। এই উছিলাতে রাকিব কথায় কথায় জানালো অল্প কদিনের মধ্যে বাবা মা বোন বোন জামাতাসহ এদেশে বেড়াতে আসবে। আমার মালিক সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হয়তো আপনি যদি মত করেন সে সময় না হয়। আমাদের সাথে একি বাসাতে থাকা যাবে। রিক্তার বাবা তা হলেতো ভালোই হবে। রিক্তা লজ্জা অন্য কক্ষে চলে গেলে রাকিব আর রিক্তার বাবার মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হয় তারপর রিক্তাদের বাসা হতে ডিনার সেরে নিজের বাসাতে ফিরে আসে।

রাকিবদের বাড়িতে আনন্দ আমেজ দশ এলাকার লোকদের মধ্যে বলা কথা হচ্ছে রাকিব নাকি রাকিবের বাবা মা বোন বোন জামাতাকে আমেরিকাতে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলছে কি কপাল, যাকে নাকি আমরা ছন্নছাড়া বাদাইমা বলতাম সে দেখাইয়া দিলো আমাদের মত মানুষদের মুখে ঝামা ঘষে। চা দোকানে হোটেল রেস্টুরেন্ট ঐ একই আলাপ। এদের মধ্রে একজন জানালেন আমাদের শান্তিপুরের মানুষদের জন্য কম কি করছে আমাদের সমাজে যারা গরীব দুঃখী ভাত কাপড়ের অভাব ছিলো তা আজ রাকিবের টাকা পয়সা দিযে অভাব অনটন দূর হয়েছে। আমাদের মত এখন ওরাও হাসি খুশিতে দিন পার করে চলছে। আসলে রাকিব হলো আমাদের শান্তিপুরের জন্য গর্ব করার মতো ছেলে। ঘরে ঘরে যেন একটা করে রাকিব জন্ম নেয়। তাহলে মানুষের দুঃখ আর দুঃখ থাকবে না। দেখছো না যে কয়টি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এমনি কি হিন্দু ভাই বোনদের আরাধনা প্রার্থনার জায়গা পর্যন্ত করে দিয়েছে তা কি সুন্দর ভাবে নিঃশব্দে পরিচালনা হচ্ছে ভাবা যায়। এর মধ্যে জনৈক এক পথচারী অতিথি চা খেতে খেতে এই ছন্নছাড়া বাদাইমার গটে এটা জ্ঞান বুদ্ধি, মানুষের ভালো মন্দের জন্য চিন্তা ছিলো। তখন আমার মনে হয় ছেলেটা ঘুমাতো কি করে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা এ নিয়ে শান্তিপুরের কার্যপ্রণালীতে বাড়তি ভাষণ যোগ হয়েছে।

আমেরিকাতে যাওয়ার আগের দিন রাকিবের বাবা শান্তিপুরের এলাকার মহল্লাতে ঘুরে ঘুরে বিদায় এবং দোয়া নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তদ্দরূপ রাকিবের দ্বিতীয় মাও রাকিবের বাবার ন্যায় কৌশল বিনিময় করে বিদায় নেন। অনেকেই বলাবলি করছিলো যে মা নাকি রাকিবকে দেখতে পারতো না একদিন আজ সেই মা রাকিবের টাকাতে মেয়েকে ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছে আবার

আমেরিকার মত জায়গাতে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। এ কি কম কথা। কি কপাল নিয়েই না এরা জন্ম গ্রহণ করেছিলো একেই বলে ভাগ্য। চারটি খানি কথা আমেরিকার মত দেশ এরা দেখবে। এতো স্বপ্নের মতো লাগছে। শুনেছি ভাগ্য নাকি ছাই দিয়ে চাপা থাকে। এখন দেখছি এই সব খনার বচন আসলেই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। যে ভাগ্যকে কোন দিন ছাই চাপাতে ডেকে রাখতে পারে না কারণ সূর্য কিরণের মতো উঠবেই প্রভাত বাবা মা বোন বোনের জামাই এবং একমাত্র ভাগিনাকে তুলে দিয়ে এসে মন খারাপ যে সে আমেরিকার মত যত সুন্দর দেশ দেয়ার ভাগ্যে হলো না। না এক কথা ভাবছি কেন দাদা ভাই তো বলেছে। যদি কখনো দেশে দাদা ভাই আসে তখন আমার চাকরি ব্যবস্থা করে আমার স্ত্রী সন্তান সহ নিয়ে যাবেন। দাদা বাই সকল বলেছেন অবশ্যই তা পালন করবেন আমাদেরকে নেওয়ার জন্য সুন্দর আমেরিকাতে। এখন এই মুহূর্তে রাকিবের বাবা, মা, বোন, সিতারা বোন জামাই হামিদ এর একমাত্র ভাগিনা রতিসহ অবস্থান করছে রেকাতের কটেজের দ্বিতীয় তলাতে। কটেজটি পাওয়া রাকিবের সুবাদে তার মালিককে বলে। কারণ রেফাত থাকে রাকিব মালিকের দেওয়া কটেজে অবশ্য ভাড়া দিযে কিন্তু রাকিবের জন্য দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাট বিনা ভাড়ায় যতদিন ওনারা থাকবে ততদিন বিনা ভাড়াতে থেকে যেতে পারবে। রাকিবের আবাবা মা আসবে বলে মালিকের নিকট হতে চাবিটি নিয়ে কক্ষগুলো আগে ভাগেই সুন্দর মনোরম পরিবেশে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রেখেছেন যেন প্রতিটি কক্ষ একটা পরিচ্ছন্ন ছবি অবশ্য পরিপাটি করার ব্যাপারে রিক্তাও সহযোগিতা করেছে। প্রত্যেকটি কক্ষের সাথে খোলা বারান্দা রয়েছে এবঙ বারান্দাতে দাঁড়ালে সি-বিচ দেখা যায়। কত রঙ বেরঙের ছোট হতে বড় পর্যন্ত জাহাজ স্টিমার, বোড আসা যাওয়া। সে দেখার মতো দৃশ্য দুরে উচ্চ নিচু পাহাড়ের মতো টিরাতে মাঝেমধ্যে দু'একটা কটেজ পরিলক্ষিত হলো। আসলেই ইউরোপ ইউরোপের মতো। ঘন ঘন বসতি নেই। নেই কোনো গাড়ির শব্দ নেই কোনা জ্যাম। বেলা দশটার পরে রাস্তাঘাটে কোনো লোক গাড়ি ঘোড়া চোখে পড়ে না হটাৎ হঠাৎ এক দুটো গাড়ি এদিক থেকে সেদিক যাওয়া আসা হচ্ছে। রাকিবের বাবা মা কি যে খুশি তা ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না সিতারা ইউরোপ কান্ট্রিতে না এলেও সিতারার স্বামী মাহিদ অফিস ট্যুরে এক দুবার বিদেশে এসেছে কাজেই ইউরোপ অভ্যস্ত। মাঝে মধ্যেই রাকিব এসে ওদের সকলের খোঁজ খবর নিয়ে যায় সুবিধা অসুবিধার কতাও জেনে যায়। তবে বাবা মা ওরা আছে বলে এটা হতে অফিসে যাতায়াত করবে বলে বলে যায়। তাছাড়া ভাইয়ের স্ত্রী ঝুমুরের যে কোনো দিনে সন্তান হতে পারে তাই না থাকলেই নয়। রেফাত ঘরে সন্তান পৃথিবীর মুখ ভালোই ভালো দেখারপর পর রাকিবের বিয়ে সম্পন্ন হবে। সেইভাবে রিক্তার বাবার সহিত আমার বাবা মা ভাই বোনদের সাথে কথা সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজেই সময় স্বল্প, এখন শুধু সময় গুনা এবং সময়ের অপেক্ষা। ইতোমধ্যে রিক্তার পরিবারের সহিত আমাদের ভালো রকম সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। আমাদের পরিবারের সকলে রিক্তার মত বৌ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। রিক্তার কাছেও জেনে নিয়েছে যে আমাদের পরিবার ওর কেমন লেগেছে রিক্তা এক বাক্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জিজ্ঞেস করেছিলাম এই প্রশংসা শেষ অবধি থাকবে তো। তখন রিক্তা বলেছিলো আমাকে দেখে মিশে তোমার কি এই ভাবনা এলো। আমি বলতে পারি আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে কোনো দিন কোনো কারণ সামান্য তরে জন্য আমার সম্পর্কে ঘাটতি বা ফাটল ঘটবে না। ঠিক বলেছে রিক্তা আসলে রিক্তা তেমনি একজন মেয়ে খুব সাদা সিদা সাধারণ ভাবে চলাফেরা করার মত। নেই কোনো অহংকার নেই কোনো মনের ভিতরে কালিমা লেপন। আছে শুধু আত্মত্যাগের মহিমা। এক কথা বলতে গেলে মহীয়সী নারী। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মনমানসিকতার দুই হাতে হাত রেখে সবার তরে বারিয়ে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কথার কতা বলো না চাঁদেরও কলঙ্ক থাকলেও থাকতে পারে তবে রিক্তার সেই কলঙ্কটুকুও নেই তা চালাফেরায় আচার ব্যবহারে নম্রতা

ভদ্রতার মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। যা বুঝলাম আসলে আমার জন্য আমার লাইফের জন্য আমার পরিবারের জন্য এ ধরনের মেয়েরী প্রয়োজন ছিলো। বলতে দিধা নেই রিক্তা শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক উচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত এবং কোনো অংশে কম নেই এখন মনে পড়ে লিজার কথা লিজা আর কোথায় আর আমার রিক্তা, ছাগলের সাথে হাতির তুলনা। লিজার মত এমন লাফাঙ্গা নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে আমার ঘারে এস বর করে নাই বিধাতার কাছে হাজার সুকরিয়া জানায়। রিক্তা কত মার্জিত মুখে কোন প্রসাধনী নেই নেই পোশাক পরিচ্ছদে অশালিতার ছোয়া সুন্দর পরিচ্ছন্ন চোখে গোল আকৃতির ফ্রেমের চশমা হাতে ঘড়ি দেখতে অসাধারণ। প্রকৃত পক্ষে গর্ব কার মত মেয়ে।

রাকিবের পরিবার আমেরিকা আসার পর ওদের যেন ভালো ভাবে সময় পাড় হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন কোন না কোনো সুন্দর স্পট ঘুরে দেখে দেখে মনের আনন্দ উপভোগ করলো। এর ফাকে রাকিব বাবা মাকে নিয়ে উন্নতমানের চিকিৎসা পাওয়ার জন্য ডাক্তার দেখালেন। রেফাতের স্ত্রীর সন্তান দুনিয়াতে এসে আলো বাতাসের মুখ অপলোক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। উপস্থিত সবাই অত্যন্ত খুশি ছেলে হয়েছে। দেখতে দেখতে প্রায় মাস পার হয়ে আরেক মাসে পদার্পণ করেছে একদিন রিক্তার বাবা হাবিবকে নিয়ে রেফাতের কটেজে এসে উপস্থিত। রাকিবের বাবা মা সহ সবার সম্মুখে প্রাথমিক পালাপ কথোপকথনের পর রিক্তা রাকিবের বিবাহের ব্যাপারে খোলামেলা কথা হয় এবং বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করে হাসি খুশির মাধ্যমে খাওয়া দাওয়া সেরে কটেজ ত্যাগ করেন। বিয়ের আগে কেনাটাকার জন্য হামিদ ও সিতারার সাথে দুই বার দেখা হযেছে রিক্তার এবং সুন্দর মনোরম পরিবেশে জাকজমকভাবে বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়। রাকিব রিক্তা বিয়ের অনুষ্ঠানে রিক্তার অফিস মালিক রাকিবের অফিস মালিক এবং নিজের পরিবারের সকলকে নিয়ে ধরতে গেলে মহা উৎসব পালিত হয়। রাকিবের বিয়ের সমুদয় খরচ খরচা রাকিবের মালিকের স্ত্রী জুরজাসের হয়েছে। এভাবেই দেখতে দেখতে রাকিব রিক্তার নতুন সংসার পার হতে হতে কেটেই গেলে আরও পাঁচ মাস ছয মাসের মাথা ছুই ছুই। তবে এর মধ্যে রিক্তার বাবা ভাই হাবিবসহ রাকিবের ও ছোট কটেজ ছেড়ে রেফাতের উপরে মালিকের দেখে কটেজে উঠেছে। মালিকের স্ত্রী রাকিবের প্রতি খুশি হযে মেয়ে রিক্তাকে রাকিবের হাতে সম্প্রদান করাতে সেজন্য এই কটেজে পুরোটা লিখে দিয়েছে। এই কটেজটি ছিলো রাকিবের মালিকের স্ত্রী জুরজাসের নামে ক্রয় করা। সদ্য রেজিস্টার করা কাগজ পত্রাদী রিক্তার হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দিলেন। মালিকের স্ত্রী জুরজাসের রাকিবের বাপ মারে কাছে দাবী জানালো যে সে কথায় ইংরেজি রিক্তা আর রাকিব আমার সন্তানের মত মনে করি তাই যদি ওদের আমাদের নিজের সন্তান হিসাবে আচল পেতে দিয়ে দত্তক নিতে চাই। আমাকে দিবে আমার কোনো সন্তানাদী নাই আমাদের এতো প্রপার্টি ভবিষ্যতে কেউ দেখাও নাই কেন তাই রাকিবের বাবা মার সামনে চুক্তি করার জন্য কাগজ তুলে ধরে। রাকিবের বাবা এতো চুক্তিতে কি লেখা আছে পড়ে নেই। পরক্ষণে ও তো আপনাকে কাছেই রয়েছে। জরজার্স তা থাকলেও পর ব্যতীত আমাদের ছেড়ে ওরা যদি চলে যায় তখন আমাদের পাশে কে দাঁড়াবে কে থাকবে পাশের থেকে হামিদ এতো ভালো কথা চুক্তি হলেতো কোনো দোষের কিছু নেই। রিক্তার বাবাও পাশাপাশি কথা বললো এ চমৎকার উদ্যোগ এতে করে উনারা সন্তান পেলো দত্তক হিসেবে আর দিয়ে দেন স্বাক্ষর চুক্তি নামায়। রেফাত দিয়ে দাও বাবা দাদা ভাই তো তোমাদের ফেলে দিচ্ছে না না কোনো দিন দেবোও না তোমাদের জন্য আগেও যা করেছে এখন তাই করবে মালিক হ্যাঁ ওতো একদম সত্য কথাই বলেছেন। দেখুন দেখুন চুক্তি খানা পড়ে উভয় পরিবারকে সমতিহারে দেখা শোনার দায়িত্ব থাকবে রিক্তার বাবা তাহলে তো কোনো কথাই নেই বিয়াই সাহেব। আপনি নির্ভয়ে স্বাক্ষর করতে পারেন। রাকিবের বাবা (একটু চিন্তা করে) শেষ মেষ

ছেলেকে অন্যের হাতে দেবার জন্য চুক্তিপত্র করতে হবে এ যেন দুস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল গাড়িয়ে পড়ে শেষ মেষে চুক্তি নামায স্বাক্ষর হলো। তখন উপস্থিত সকলে তালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ জানালো।

আবার একবার বড় ধরনের ভোজের আয়োজন হলো এই ভোজের সমুদয় আয়োজন খরচাপাতি মালিক এবং তার স্ত্রী জরজের্সার এর তরফ হতে হলো। এতে কাউকে কথা বলার সুযোগ ওরা দিলো না। আসলে ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় তখন ভাগ্র নিজে এসে ধরা দেয়। আমরা যে যাই বলি ভাগ্য আমাকে হেন করেই তেমন করেছে। নিজের কর্ম এবং বিশ্বাস বিধাতার উপর আর তুমি যে পথে এগাচ্ছে তার স্থীর দিক নির্ধারিত লক্ষস্থল থাকতে হবে তবে না সাফল্য আসবে একপাশ আর অন্য অন্ধকার যদি তোমার লক্ষস্থল নির্দিষ্ট না থাকে। পাহাড় বেয়ে উঠা যতটা সহজ নামা ততটা সহজ নয়। বুঝে নিতে হবে পাঠক বন্ধুদের কি জানতে চাইছি।

যাই হোক রাকিবের পরিবারের যারা আমেরিকাতে গিয়েছিলো তারা সব ছয় মাস পূর্ণতায় নিজ দেশে ফিরে এসেছে। রাকিব, রেফাত, রিক্তা রেফাতের স্ত্রী ঝুমুরসহ পিচ্চিকে রেখে আসায় কদিন খুব মন খারাপ হয়েছিলো বাবা মার। এখন আস্তে আস্তে সে ঘোর কেটে যাচ্ছে। রাকিবের অসমাপ্ত কাজগুলো রেফাত বাবা আর রাকিবের ছোট নানাসহ সম্পূর্ণের পথে এগিয়ে চলছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মসজিদ, মাদ্রাসার ভালোই ভালোই নিয়মানুসাারে চলছে। এভাবেই দেখতে দেখতে প্রায় রাকিবের আট বৎসর কয়েক মাস চলে গেলো এরমধ্যে রিক্তার ঘরে একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান হয়েছে অর্থাৎ রাকিবের ভাই বোনদের প্রত্যেকের ঘরেই ছেলে মেয়েতে পরিপূর্ণ।

একদিন রাকিব, রিক্তা, রেফাত, ঝুমুর, রিক্তার বাবা ভাই হাবিব একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নিলো আজ অনেক বছর তো হয়ে এলো দেশের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। এবার সামনের রোজার ঈদের পুর্বে বাড়ি যেতে চাই সকলেই একমত হরো এবং কয়েক দিনের মধ্যে রোজা শুরু হবে এই পর্যায়ে টিকেট পাসপোর্ট কাজ সম্পুন্ করে ওরা সকলে মিলে শান্তিপুর এসে পৌঁছালো। ও বলতে ভুলে গেছি রাকিব বিক্তাদের সাথে ওদের দত্তক নেওয়া বাবা মা মানে রাকিবের কর্মস্থলের মালিক ও তার স্ত্রী জরজের্সাও শান্তিপুরে এসেছেন।

রাকিব শান্তিপুর আসতে শান্তির সুবাতাস বয়ে চলছে একে দিন একেক একেক অঞ্চল মহল্লাতে আনন্দ উৎসব। শান্তিপুরের সকলের যেন তাদের প্রাণপুরুষ আজ অবতার হয়ে মনের জায়গাতে ঠাই এসে বসেছে। রাকিব এলাকার মহল্লার যাকে যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করার কম বেশি করেছে করে যাবে। একদিন রাকিবকে নিয়ে সংবর্ধনার আয়োজন করলো। অনেকেই অনেক ভাবে রাকিব মতামত বক্তব্যে করলেন। করলো তার পূর্বের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে। পরিশেষে রাকিবের বাবা চোখের পানি ফেলেন যে মিয়ারা আজ অবহেলা ফেলে দেওয়া আজ থেকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন একদিন সে আপনাদের হতে একখানা ছিরা কাগজের টুকরাছিলো আজ সেইপাত্র আপনাদেরে দেখিয়ে দিলো পৃথিবীতে শুভ অশুভ বলতে কিছু নেই। আজ সেই আপনাকে তুলে এনে খানা সাজিয়ে নতুন করে ফিরিয়ে দিলো।

এরপর রাকিব মঞ্চে দাঁড়াতে সকলে টেনেটুনে বিএ পাস ছন্নছাড়গা বাদাইমা শান্তিপুরের আশির্বাদ কে এই শ্লোগানে মুখরিত হয়ে গেলো আকাশ বাতাস। রাকিব ও রিক্তা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই বললো। তাদের জীবন সম্পর্কেয় আগামী দিনে করনিয় সম্পর্কে। তবে ওরা দুজনেই একি উপদেশ দিয়ে বললো মানুষ হতে গেলে প্রথমত লেখাপড়া শিক্ষা দীক্ষা বুদ্ধি জ্ঞানের চর্চার প্রয়োজন হয় আমার বিশ্বাস আপনারা তা প্রতি পালন করবেন্ আমি কথা দিলাম এই শান্তিপুর হতে পতি বছর উচ্চ ডিগ্রির জন্য ৫/৬ জন করে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। আপনারা সকলে শান্তিপুরে

শান্তিতে একত্রে মিলে মিশে বসবাস করুন। আমরা আছি ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের সাথে থাকবো। পরিশেষে আবার বেঁচে থাকলে।

আপনার সাথে হযতো আমাদের দেখা হবে। অবশ্য যাবার আগে আবার আমাকে ছন্নছাড়া বাদাইমা বলবে গালাগাল দিবেন। এই শ্লোগানের মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে প্রত্যেক গার্ডিয়ানগণকে বলবো প্রত্যেকটি সন্তানের পিছনে পড়ালেখার জন্য শ্রম দেন। দেখবেন বিধাতার ইচ্ছাতে সেও একদিন আমার মত শত শত রাকিব প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের মত মানুষ হযে দশ ও দেশের পাশে থাকবে। আবহমান কাল ধরে যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে।

অভিনন্দন ধন্যবাদ।